POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ
الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا
وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○ (النساء:6)

এবং তোমরা অবুঝদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবলম্বন স্বরূপ করিয়াছেন, কিন্তু উহা হইতে তাহাদিগকে রিযক দান কর এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দান কর এবং তাহাদের সহিত ন্যায়সঙ্গত কথা বল। (আন নিসা: ৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
5
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
24
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 11 ই জুন, 2020 18 শওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

নামাযে সুখানুভব এবং জ্যোতিলাভ তখনই সম্ভব যখন বান্দেগী ও ঐশী প্রতিপালন গুণের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী হয়। যতক্ষন পর্যন্ত না মানুষ নিজেকে অতিতুচ্ছ বা অস্তিত্বহীন মনে করে ঐশী প্রতিপালনগুণের দাবি অনুসারে খোদার কাছে সঁপে দেয়, ততক্ষণ খোদার কৃপাধারা ও জ্যোতি তার উপর পতিত হয় না। এমনটি হলে তবেই সেই পরম সুখানুভব লাভ হয়, যার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয় না।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

নামাযে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির তাৎপর্য

বস্তুত নামাযের অঙ্গভঙ্গি আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের প্রতীক। নামাযে মানুষকে খোদা তা'লার সমক্ষে দণ্ডায়মান হতে হয়, আর দাঁড়ানোও শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। রুকু, যা নামাযের দ্বিতীয় অংশ, সেটি থেকে প্রতীয়মান যে আজ্ঞা পালনে সে কিভাবে নতজানু হয়ে আছে। অপরদিকে সিজদা পরম শ্রদ্ধাবনত, অবনমিত এবং আত্ম-বিলীনতার অবস্থা প্রকাশ করে, যেটি ইবাদতের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই ভক্তিপূর্ণ নিয়ম ও শিষ্টাচার আল্লাহ্ তা'লা মানুষের বাহ্যিক শরীরের গভীরে পূর্বস্মৃতি হিসেবে নিরুপিত রেখেছেন, যাতে দৈহিকভাবেও সে নামাযে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও আধ্যাত্মিক রীতিকে সুদৃঢ় করতে আল্লাহ্ তা'লা একটি বাহ্যিক রীতিও সন্নিবিষ্ট রেখেছেন। এখন কেউ যদি বাহ্যিক রীতির ক্ষেত্রে (যা অভ্যন্তরভাগে ও আধ্যত্মিক পর্যায়ে সম্পাদিত ক্রিয়াকলাপের প্রতিবিম্ব) গতানুগতিকভাবে কেবল অনুকরণ করে চলে, যার মধ্যে কোনও সারবত্তা নেই, এবং এটিকে দুঃসহ বোঝা হিসেবে ঝেড়ে ফেলতে চায়, তোমরাই বল, এমন অনুশীলন (নামায) সে কিভাবে উপভোগ করতে পারে? যতক্ষণ পর্যন্ত না নামাযে সুখানুভব ও পরিতুষ্টি অর্জন হয়, কিভাবে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা যেতে পারে? আর এটি তখনই সম্ভব, যখন আত্মাও পূর্ণ আত্মবিলীনতা এবং বিনয় সহকারে খোদার সমীপে সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে; এবং যখন আত্মাও জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত শব্দগুলি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে, তখনই এক প্রকার সুখানুভব, জ্যোতি ও প্রশান্তি লাভ হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, মোদ্দা বিষয় এই যে নামাযে সুখানুভব এবং জ্যোতিলাভ তখনই সম্ভব যখন বান্দেগী ও ঐশী প্রতিপালন গুণের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী হয়। যতক্ষন পর্যন্ত না মানুষ নিজেকে অতিতুচ্ছ বা অস্তিত্বহীন মনে করে ঐশী প্রতিপালনগুণের দাবি অনুসারে খোদার কাছে সঁপে দেয়, ততক্ষণ খোদার কৃপাধারা ও জ্যোতি তার উপর পতিত হয় না। এমনটি হলে তবেই সেই পরম সুখানুভব লাভ হয়, যার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয় না।

প্রকৃত নামায

এই পর্যায়ে মানুষের আত্মা যখন পরিপূর্ণ বিলীনতা প্রাপ্ত হয়, তখন তা এক স্রোতস্বিনী নির্ঝরের ন্যায় খোদার দিকে প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া সকল সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেই সময় তার উপর ঐশী-প্রেম অবতীর্ণ হয়। এই মিলনকালে দুই আবেগের সমন্বয়ে এক বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয়-উপর থেকে ঐশী প্রেমের উচ্ছ্বাস আর নীচে থেকে মানুষের বান্দেগীর উচ্ছাস। এই বিশেষ পরিস্থিতির নামই হল নামায। এই সেই নামায যা পাপকে ভস্মীভূত করে দেয়, এবং পরিবর্তে রেখে যায় এক দীপ্তিময় প্রভা, যা বিপদসংকুল ও দুর্যোগ পূর্ণ পথে পথিকের জন্য এক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হিসেবে কাজ করে, যেন পথের জঞ্জাল, কাঁটা এবং বন্ধুরতা তার দৃষ্টিগোচর হয়ে সে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা পায়। এই অবস্থার সঙ্গেই إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ (অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দকর্মসমূহ থেকে বিরত রাখে- আনকাবুত, আয়াত: ৪৬) আয়াতটি প্রযোজ্য। কেননা, তার হাতে নয়, বরং মনের কোঠরে থাকে এক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। এই মর্যাদা লাভ হয় পরম বিনয়, পরিপূর্ণ বিলীনতা, শিষ্টতা এবং শর্তহীন আনুগত্যের মাধ্যমে। এমন ব্যক্তি কিভাবে পাপের কথা চিন্তা করতে পারে? এমন ব্যক্তি কখনও অবিশ্বাস করতে পারে না, অশ্লীলতার প্রতিও তার দৃষ্টি যায় না। এমন ব্যক্তি কিরূপ সুখানুভব ও পরিতৃপ্তি লাভ করে, তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই।

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি প্রত্যাবর্তন

অতঃপর এবিষয়টিও স্মরণ রাখার যোগ্য যে এই যথার্থ নামায দোয়ার মাধ্যমে লাভ হয়। আল্লাহ্ ভিন্ন কারো কাছে যাচনা করা সম্পূর্ণরূপে মোমেনের মর্যাদা পরিপন্থী। কেননা যাচনা করা যায় এমন মর্যাদা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণ হতমান হয়ে আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা না করবে, তাঁর কাছে বিনয় সহকারে যাচনা না করবে, নিশ্চিত জেনে রেখো প্রকৃতপক্ষে সে সত্যিকার মুসলমান এবং সত্যিকার মোমেন হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। ইসলামের মূলকথাই হল মানুষের যাবতীয় শক্তিবৃত্তি, তা অভ্যন্তরীণ হোক বা বাহ্যিক, যেন খোদার সমীপে পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়। যেভাবে একটি বড় ইঞ্জিন অনেক যন্ত্রাংশকে চলমান রাখে, অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের সকল ক্রিয়াকলাপ এবং গতিবিধি সেই ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তি ও নিয়ন্ত্রনের অধীনস্ত করে, সে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী হতে পারে, আর 'ইন্নি ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরয' বলার সময় নিজেকে সত্যিকার 'হানীফ' বা খোদার প্রতি সর্বদা বিনীত হিসেবে দাবি করতে পারে? যেমনটি মৌখিক দাবি করে, যদি এদিকেও ততটা মনোযোগ থাকে তবে, নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি মুসলিম, মোমেন এবং হানীফ। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা ভিন্ন অন্য কারো কাছে যাচনা করে, আবার তাঁর প্রতিও বিনত হয়, তবে স্মরণ রেখো সে বড়ই হতভাগা এবং বঞ্চিত, কেননা অচিরেই সেই সময় উপস্থিত হবে, যখন সে অগভীর দোয়া এবং অন্তঃসারশূন্য অঙ্গভঙ্গি দ্বারাও খোদার প্রতি বিনত হতে সক্ষম হবে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৩-১৪৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

১৪ ই আগস্ট, ২০১৭

ফিলিপাইনের সদর জামাত ও মুবাল্লিগ ইনচার্জের সঙ্গে বৈঠক।

(অবশিষ্টাংশ)

আজ নাযের সাহেব আলা, নাযের সাহেব দিওয়ান, তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটের প্রবন্ধক, হোমিওপ্যাথি বিভাগের ইনচার্জ, রিভিউ অফ রিলিজিয়নসের সম্পাদক, এডিশিনাল ওকীলুল মাল (লন্ডন) এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর (লন্ডন) এবং ফিলিপাইনের সদর মুবাল্লিগ সিলসিলা ক্রমানুসারে হুযুর আনোয়ার (আই.)- এর সঙ্গে আধিকারিক সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতের সময় ফিলিপাইনের সদর জামাত এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন: অনেকে যারা শরণার্থী হিসেবে থাকছে, তাদের কেস পাস হওয়ার পর পরবর্তীকালে তারা অন্য কোন দেশে যেতে পারে না। এই কারণে তার বিচলিত হন আর কাজও করে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সেখানে থেকে পরিশ্রম করতে হয় আর উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়। যদি পরিশ্রম ও কাজ করে সেখানে না থাকতে পারে, তবে তাদেরকে বলে দিন, তাদের পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া উত্তম।

শুরার ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন: ফিলিপাইনে শুরার ব্যবস্থাপনা আরম্ভ করুন। নিয়মানুসারে ন্যাশনাল আমেলার সদস্য, জামাতের সদরগণ এবং অঙ্গ সংগঠনগুলির সদস্যরা এতে অংশগ্রহণ করবে। আপনি 'তাজনীদ' থেকে ৭০ জন সদস্যের শুরা মজলিস গঠন করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি নতুন জামাত। সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ধীর গতিতে এগোতে হবে। তরবীয়তের জন্য একটি ছোট আকারে পরিকল্পনা করুন এবং একটি বড় আকারের পরিকল্পনা করুন। ছোট পরিকল্পনায় নামাযের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হোক, কিছু কিছু ধর্মীয় শিক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত করা হোক। বৈঠকগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিন। তাদেরকে জামাতের কাজের অংশ করে নিন। খুদ্দামদেরকে খেলাধুলায় সামিল করুন। তাদের চাঁদার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করুন। আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তাদের সামনে এম.টি.এর গুরুত্ব তুলে ধরুন এবং এর সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত করুন। ফিলিপাইনে মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন। খুতবার অনুবাদের বিষয়ে হুযুর বলেন: স্থানীয় ভাষায় খুতবার অনুবাদ করে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিন এবং পরের জমুায় অডিও-ভিডিও জামাতে দেখানোর ব্যবস্থা করুন। জামাতে জামাতে এম.টি.এর ডিশ লাগানোর বিষয়ে হুযুর কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

তবলীগের বিষয়ে হুযুর বলেন: দুই-চার জন সদস্যকে তবলীগের জন্য প্রশিক্ষন দিন। পরে ক্রমশঃ আপনার দলের আয়তন বৃদ্ধি পাবে। জামাতের বাণী পৌঁছানোর জন্য ব্রাউশার বিতরণ করুন। মানুষকে অবগত করুন যে, মসীহ এসে গেছেন। তাদের সামনে মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা বর্ণনা করুন। যে অতিথিটি আপনার সঙ্গে এসেছিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে তবলীগ করুন। সে তবলীগ করতে আগ্রহী। শহরের বাইরে গিয়ে তবলীগ করুন। গ্রামের দিকে যান। এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন যা সত্য ভিত্তিক হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত ঈসা (আ.)-এর ১২ জন শিষ্য ছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ.)-এরও ১২ জন শিষ্য ছিলেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ওয়েম্বলে সম্মেলনে ১২ জন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে এনেছিলেন। হুযুর বলেন: আপনারাও তবলীগের জন্য, বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং অন্যদের তরবীয়তের জন্য ১০-১২ জনকে তৈরী করুন। যেখানে জামাত রয়েছে সেটিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। এরপর এগিয়ে চলুন এবং আরও কর্মকেন্দ্র তৈরী করতে থাকুন। প্রথমে একটি জায়গায় ভিত গড়ে তুলুন। তারপর পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন। হুযুর বলেন: একটি হল সাধারণ তবলীগ। সেটি অব্যাহত রাখুন, প্রত্যেকের কাছে এবং সর্বত্র বাণী পৌঁছে দিন। প্রাথমিক সফলতা লাভের পর সকলেই আহমদীয়াত এবং এর বাণী সম্পর্কে অবগত থাকবে। আরও একটি তবলীগ হল, জামাত যেন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং অবিচল হয়। জামাতের মধ্যে সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়, তারা সুসংগঠিত এবং প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হয়। হুযুর বলেন: ফিলিপাইনে ইন্ডোনেশিয়ানরাও আছে নিশ্চয়। তাদের কাছে কিভাবে তবলীগ করবেন সে বিষয়ে খতিয়ে দেখুন। পাঁচ-সাত বছর সমীক্ষা করতেই কেটে যায়। এই সময়ের মধ্যে পাঁচ-সাত জন কাজের মানুষও পাওয়া যায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কারাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন এবং যোগাযোগ করার সময় বন্ধুত্বসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিন। প্রথমে সমীক্ষা করে দেখুন এবং পরে বিচক্ষণতাপূর্বক তাদেরকে বাণী পৌঁছে দিন। জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন। পুলিশ কমিশনার, সেনা, ব্যুরোক্রেটসদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। যে সমস্ত ভিডিও রয়েছে সেগুলি তাদেরকে দেখান। পার্লামেন্টের ভাষণ, ক্যাপিটাল হিলে ভাষণ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানে ভাষণ সম্বলিত দশ-পনের মিনিটের ভিডিও তাদেরকে দেখান। এর সঙ্গে ব্রাউশারও তাদেরকে দিন। তার জানতে পারবে যে, জামাত কি কি সেবামূলক কাজ করছে।

হুযুর বলেন: বছরে একবার কোন ভাল হোটেলে অনুষ্ঠান বা সেমিনার করুন। শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমন্ত্রিত করুন। অনুরূপভাবে এলাকার প্রমূখ মৌলবীদের আহ্বান করুন। জনসংযোগের জন্য এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। এই কাজের জন্য আপনার কাছে বাজেট থাকা চায় আমার ভাষণ দেখান। এ সম্পর্কে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরুন।

কুরআন করীমের অনুবাদের বিষয়ে হুযুর বলেন: কুরআন করীমের অনুবাদ করে থাকলে প্রকাশনার ব্যবস্থা করুন। হুযুর বলেন: হিউম্যানিটি ফার্স্ট প্রকল্পের কাজ কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে করুন। এর জন্য তবশীর বিভাগকে প্রোগ্রামসূচি লিখে পাঠান।

সবশেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) ফিলিপাইনের মুবাল্লিগ সাহেবকে উপদেশ দিয়ে বলেন: নিজের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করুন, ইসতেগফার করতে থাকুন আর 'লা হাওলা' (দোয়া পাঠ করতে থাকুন)। নিজেকে শিশু মনে করবে না আর ঘাবড়ে যাবেন না। এই পঙক্তিটি সব সময় সামনে থাকা চাই।

মাহমুদ কারকে ছোড়েঙ্গে হাম হাক কো আশকার,

রুয়ে যমীন কো খোয়াহ হিলানা পড়ে হামেঁ।'

বিবিসি ওয়ার্ল্ড-এর সাংবাদিকের সাক্ষাতকার

বিবিসির এক সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। এই সাংবাদিক ২০১৭ সালের ইউকে জলসার একটি ডকুমেন্টরী প্রস্তুত করেছিল যাতে জামাতের বিশদ পরিচয়, জলসার উদ্দেশ্যাবলী, নওমোবাঈনদের ইন্টারভিউ এবং জামাতের উপর নির্যাতনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই ডকুমেন্টরি বিবিসি রেডিও চ্যানেলের প্রসিদ্ধ 'Heart and Soul এ Caliphate in the countryside নামক অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি পৃথিবী জুড়ে সমাদৃত হয়েছিল। ডকুমেন্টরীতে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকারের নিম্নোক্ত অংশ সম্প্রচারিত হয়েছিল।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, বর্তমান যুগে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা কেন রয়েছে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমান যুগে অনেক নামধারী মুসলমান উলেমা কুরআনী শিক্ষাকে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করছে। জিহাদের অর্থ হল প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা। তরবারির জেহাদ ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আত্মসংশোধন করা। এই কারণেই বর্তমান যুগে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, খলীফা হিসেবে আপনার কাজ কি? হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার কাজ হল সেই উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলা যার জন্য জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর সেটি হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পুনর্জাগরণ। তিনি (আ.) বলেন: আমি দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। প্রথম উদ্দেশ্য হল, মানবজাতিকে তার স্রষ্টার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং দ্বিতীয়টি হল মানুষকে মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। অতএব সমগ্র পৃথিবীতে

জুমআর খুতবা

হে লোক সকল! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।

আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য পথ বের করবেন এবং তিনি তোমাদের কার্যনির্বাহক।

তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের একজনের জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হতো, এরপর তাকে তাতে পুঁতে ফেলা হতো আর এরপর করাত এনে তার মাথায় রেখে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো, তাদের এহেন কাজও তাকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারত না।

আল্লাহ্ খাব্বাব এর প্রতি কৃপা করুন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আনুগত্য করে হিজরত করেছেন এবং একজন মুজাহিদ হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আর দৈহিকভাবেও তাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তার প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

আঁ হযরত (সা.) এর মহান বদরী সাহাবী হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.)-এর জীবনালেখ্য

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৮ মে, ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৮ হিজরত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আজ আমি একজন বদরী সাহাবী হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করব। হযরত খাব্বাব এর সম্পর্ক ছিল বনু সাদ বিন যায়েদ গোত্রের সাথে। তার পিতার নাম ছিল আরত বিন জানদালা। তার উপনাম আবু আব্দুল্লাহ্, আবার কারো কারো মতে আবু মুহাম্মদ আর আবু ইয়াহিয়াও ছিল। অজ্ঞতার যুগে কৃতদাস বানিয়ে তাকে মক্কায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। তিনি উতবা বিন গাযওয়ানের কৃতদাস ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি উম্মে আম্মার খুযাইয়ার কৃতদাস ছিলেন। তিনি বনু যোহরা-এর মিত্র হন। সর্বপ্রথম যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের মাঝে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ আর তিনি সেসব প্রাথমিক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করার ফলশ্রুতিতে চরম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন। হযরত খাব্বাব রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দ্বারে আরকামে গমন এবং সেখান থেকে তবলীগ আরম্ভ করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২১-১২২) (আল আসহভবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২১)

মুজাহেদ বলেন, সর্বপ্রথম যারা মহানবী (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন তারা হলেন হযরত আবু বকর, হযরত খাব্বাব, হযরত সুহায়েব, হযরত বেলাল, হযরত আম্মার এবং হযরত আম্মারের মাতা হযরত সুমাইয়া। যাহোক, মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর চাচা আবু তালিব-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে স্বয়ং তার জাতি নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছিল। এখানে এই লেখক এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি লিখেছেন যে, তাঁর (সা.) চাচা আবু তালিব তাকে সুরক্ষিত রাখেন বা তার কারণে তিনি নিরাপদ ছিলেন- এ সত্ত্বেও,আবশ্যকীয় বিষয় যা হয়ত লেখকের মাথায় ছিল না তাহলো, মহানবী (সা.) নিজেও মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিলেন না আর হযরত আবু বকরও নিরাপদ ছিলেন না। ইতিহাস এর সাক্ষী যে, তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার-নিপীড়নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে বরং হযরত আবু তালিবকেও অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে। এরপর এই লেখক লিখেন যে, তারা উভয়ে নিরাপদ থাকলেও বাকি সবাইকে লোহার বর্ম পরানো হয় এবং তাদেরকে সূর্যের প্রখর রোদে ঝলসানো হয়। আর যতটা আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, তারা লোহা এবং সূর্যের তাপ সহ্য করেছেন। শা'বী বলেন, হযরত খাব্বাব (রা.) অনেক ধৈর্য ধারণ করেছেন আর কাফেরদের দাবি-দাওয়া অর্থাৎ ইসলামকে অস্বীকার করা মেনে নেন নি। এ কারণে তারা তার পিঠে তপ্ত পাথর রেখে দেয়, যার ফলে তার পিঠের মাংস বা পেশি নষ্ট হয়ে যায়। এই পুরো রেওয়ায়েত উসদুল গাবা গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

হযরত খাব্বাবের একটি ঘটনা যা হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সময় ঘটেছিল- এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত হতেই, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের আরো একটি আনন্দঘন মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। অর্থাৎ হযরত উমর, যিনি তখনও ঘোর বিরোধী ছিলেন, মুসলমান হয়ে যান। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও খুবই আকর্ষণীয়। অনেকেই এটি শুনেছেন এবং পড়েছেন, কিন্তু তিনি যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তা-ও বর্ণনা করে দিচ্ছি আর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এটি বর্ণনা করা আবশ্যক। হযরত উমর (রা.)'র স্বভাবে রাগ বা কঠোরতার উপকরণ এমনিতেই বেশি ছিল কিন্তু ইসলামের শত্রুতা এটিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। যেমন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমর (রা.) দরিদ্র ও দুর্বল মুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে চরম কষ্ট দিতেন, কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে নির্যাতন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং যখন দেখলেন যে, তাদের ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই, তখন চিন্তা করলেন এই বিশৃঙ্খলার বা নৈরাজ্যের হোতা অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কেই শেষ করে দিই না কেন। যেমন চিন্তা তেমন কাজ, এই চিন্তা মাথায় আসতেই তিনি তরবারি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন আর মহানবী (সা.)-কে খুঁজতে আরম্ভ করেন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি তাকে নগ্ন তরবারি হাতে নিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করে, উমর! কোথায় যাচ্ছ? উমর (রা.) উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে তুমি কি বনু আবদে মানাফ এর হাত থেকে রক্ষা পাবে? প্রথমে নিজের ঘরের খবর নাও, তোমার বোন ও ভগ্নিপতি মুসলমান হয়ে গেছে। হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ দিক পরিবর্তন করে নিজ বোন ফাতেমার বাড়ি অভিমুখে

রওয়ানা হন। তিনি যখন ঘরের কাছাকাছি পৌঁছেন তখন ভেতর থেকে পবিত্র কুরআন পাঠের শব্দ শুনতে পান, যা হযরত খাব্বাব বিন আল্-আরত (রা.) সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। এই শব্দ শুনতেই উমর (রা.)-এর রাগ আরো বেড়ে যায়। তিনি ত্বড়িৎগতিতে ঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু তার পায়ের শব্দ শুনতেই হযরত খাব্বাব (রা.) কোথাও পালিয়ে যান আর ফাতেমা (রা.)-ও পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো এদিক-সেদিকে লুকিয়ে ফেলেন। হযরত উমর (রা.)-এর বোনের নাম ছিল ফাতেমা। হযরত উমর (রা.) ঘরের ভেতরে এসে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, আমি শুনলাম– তুমি নাকি নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছ? একথা বলে নিজ ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদের ওপর হামলে পড়েন। ফাতেমা তার স্বামীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসলে তিনিও আহত হন, কিন্তু ফাতেমা নির্ভীকচিত্তে বলেন, হ্যাঁ উমর! আমরা মুসলমান হয়ে গেছি, এখন তোমার যা ইচ্ছা করতে পারো, আমরা ইসলাম পরিত্যাগ করতে পারবো না। হযরত উমর খুবই কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কিন্তু এই কঠোরতার অন্তরালে ভালোবাসা ও কোমলতারও একটি দিক ছিল যা কখনো কখনো স্বীয় রূপ প্রকাশ করত। বোনের এই সাহসী বাক্য শুনতেই তিনি বোনের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন যে, সে রক্তে রঞ্জিত। উমর (রা.)'র হৃদয়ে এই দৃশ্যের এক বিশেষ প্রভাব পড়ে । কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বোনকে তিনি বলেন, তোমরা যে বাণী পড়ছিলে আমাকে একটু দেখাবে! ফাতেমা (রা.) বলেন, আমি দেখাবো না, কেননা তুমি এই পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট করে ফেলবে বা এই পৃষ্ঠাগুলো ছিড়ে ফেলবে। উত্তরে উমর বলেন না, নষ্ট করবো না, তুমি আমাকে দেখাও, আমি অবশ্যই ফিরিয়ে দেব। ফতেমা (রা.) বলেন, তুমি অপবিত্র, কিন্তু কুরআন যে পবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করতে হয়। অতএব, প্রথমে তুমি গোসল করে নাও, তারপর দেখবে। অর্থাৎ এরপর আমি দেখাবো, তখন তুমি দেখে নিও। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, সম্ভবত এটিও তার উদ্দেশ্য ছিল যে, গোসল করলে উমরের রাগ পুরোপুরি প্রশমিত হয়ে যাবে আর তিনি প্রশান্ত চিত্তে চিন্তা করার যোগ্যতা ফিরে পাবেন। উমর (রা.)'র গোসল শেষ হলে ফাতেমা কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো বের করে তার সামনে রেখে দেন। তিনি তা হাতে নিয়ে যে আয়াতগুলো দেখেন সেগুলো ছিল সূরা ত্বাহা'র প্রথমদিকের কয়েকটি আয়াত। হযরত উমর (রা.) ত্রস্ত-হৃদয়ে তা পাঠ করতে আরম্ভ করেন আর এর এক একটি শব্দ এই পবিত্রচেতার হৃদয়ে ঘর করে নিচ্ছিল অর্থাৎ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করছিল। পাঠ করতে করতে হযরত উমর (রা.) যখন এই আয়াতে এসে উপনীত হন যে,

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ○ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعَىٰ ○ (طٰهٰ:15-16)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই এই বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও অধিপতি। আমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। অতএব, তোমাদের উচিত, শুধুমাত্র আমারই ইবাদত করা আর আমার স্মরণার্থেই নিজেদের প্রার্থনাসমূহকে উৎসর্গ করা। দেখ! সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সন্নিকটে, কিন্তু আমরা সেই সময়কে অপ্রকাশিত রেখেছি যেন প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। (সূরা ত্বাহা: ১৫-১৬)

হযরত উমর (রা.) যখন এই আয়াত পাঠ করেন, তখন যেন তার চোখ খুলে যায় এবং ঘুমন্ত প্রকৃতি হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠে আর অবলীলায় বলে উঠে, এ কেমন বিস্ময়কর ও পবিত্র বাণী! হযরত খাব্বাব এই বাক্য শোনামাত্রই বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এটি নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.)-এর দোয়ার ফল। কেননা, আল্লাহর কসম! আমি গতকালই তাঁকে এই দোয়া করতে শুনেছিলাম যে, হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশাম অর্থাৎ আবু জাহলের মধ্য থেকে যেকোন একজন অবশ্যই ইসলামকে দান কর। হযরত উমর (রা.)-এর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত তখন অহসহনীয় ছিল, অর্থাৎ এই বাণী পড়ার পর এবং মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা উপলব্ধি করার পর এখানে এক মুহূর্তের জন্য স্থির থাকা তার জন্য দুষ্কর হয়ে ওঠেছিল। তিনি হযরত খাব্বাব (রা.)-কে বলেন, আমাকে এই মুহূর্তে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে যাওয়ার পথ বলে দাও, তিনি কোথায়? কিন্তু তিনি এতটাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসেছিলেন যে, তরবারি পূর্ববৎ নগ্ন অবস্থায় উঁচিয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ তরবারি খাপে ঢুকানোর কথা মাথায় আসে নি, নগ্ন তরবারি হাতে ধরে রেখেছিলেন। যাহোক, সেযুগে মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামে অবস্থান করছিলেন, তাই হযরত খাব্বাব (রা.) তাকে সেখানকার ঠিকানা বলে দেন। হযরত উমর (সা.) সেখানে যান এবং দরজায় পৌঁছে সজোরে কড়া নাড়েন। সাহাবীগণ (রা.) দরজার ফাঁক দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে নগ্ন তরবারি হাতে দণ্ডায়মান দেখে দরজা খুলতে ইতস্তত করলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, দরজা খুলে দাও। তখন হযরত হামযা (রা.)ও সেখানে ছিলেন, তিনিও বলেন, দরজা খুলে দাও। যদি সদুদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে তো ভালো আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! তার তরবারি দিয়েই তার শিরোচ্ছেদ করব । দরজা খোলা হয়। হযরত উমর (রা.) নগ্ন তরবারি হাতে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। তাকে দেখে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সামনে এগিয়ে আসেন এবং হযরত উমরের পোশাকের প্রান্ত ধরে সজোরে ঝাকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করেন কী উদ্দেশ্যে এসেছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি দেখছি, তুমি খোদার শাস্তি পাওয়ার জন্য সৃষ্টি হও নি। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি মুসলমান হতে এসেছি। মহানবী (সা.) এই কথা শুনে আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহু আকবার বলে উঠেন এবং সাহাবীরাও সাথে সাথে এত উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন যে, মক্কার পাহাড়-পর্বত গুঞ্জরিত হয়ে উঠে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৫৭-১৫৯)

হযরত খাব্বাব (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা একবার মহানবী (সা.) এর কাছে আমাদের কষ্টের কথা বললাম। তিনি (সা.) তখন পবিত্র কা'বার ছায়ায় তাঁর চাদর বিছিয়ে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের একজনের জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হতো, এরপর তাকে তাতে পুঁতে ফেলা হতো আর এরপর করাত এনে তার মাথায় রেখে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো, তাদের এহেন কাজও তাকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। আবার লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে তার মাংস হাঁড় বা পেশী থেকে পৃথক করা দেওয়া হতো, আর তাদের এহেন কাজ তাকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। এরপর তিনি(সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বা আমি যে উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছি আল্লাহ্ অবশ্যই সেই মিশন বা উদ্দেশ্য বাস্তবায় করবেন। স্বাচ্ছন্দ্যের যুগও আসবে। এরপর তিনি (সা.) আরো বলেন, একজন আরোহী সানা থেকে হাযার মওত পর্যন্ত সফর করবে, সানা ও হাযার মওত ইয়ামেনের দু'টি নগরীর নাম আর বলা হয় এ উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব ২১৬ মাইল। মোটকথা, মহানবী (সা.) বলেন, সে সফর করবে আর আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো ভয় তার থাকবে না। অথবা এ-ও বলেছেন যে, কেবল তার মেষপালের ওপর নেকড়ের আক্রমণের ভয় থাকবে; কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ। এসব কিছুই ধৈর্য্যের মাধ্যমে হবে। এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬১২) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

অপর এক স্থলে এই রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হলাম। তিনি (সা.) একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং তাঁর হাত মাথার নিচে রাখা ছিল। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আমাদের জন্য ঐ জাতির বিরুদ্ধে দোয়া করবেন না যাদের পক্ষ থেকে আমাদের আশঙ্কা হয় যে, পাছে তারা আবার আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করে। তখন তিনি (সা.) আমার থেকে তিনবার নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর যখনই আমি তাঁর কাছে এই প্রশ্ন করি তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয়বার তিনি উঠে বসেন এবং বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তোমাদের পূর্বে খোদা তা'লার এমন মু'মিন বান্দারা গত হয়েছে, যাদের মাথার ওপর করাত রেখে তাদেরকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, তবুও তারা নিজেদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় নি। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য পথ বের করবেন এবং তিনি তোমাদের কার্যনির্বাহক।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩০-৪৩১)

হযরত খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (রা.) বলেন, আমি পেশায় একজন কামার ছিলাম এবং আস বিন ওয়ায়েলের কাছে আমার পাওনা

ছিল। আমি তার কাছ থেকে উক্ত পাওনা চাইতে গেলাম। তখন সে আমাকে বলল, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা কিছুতেই পরিশোধ করব না। অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি এ মর্মে ঘোষণা না দিবে যে, আমি মহানবী (সা.)-এর বয়আতের বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসেছি বা যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, তুমি মরে আবার জীবিত হলেও আমি কিছুতেই মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করব না, অর্থাৎ তাঁকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সে একইভাবে উত্তর দেয় আর বলে, আমি মরে পুনরায় যখন জীবিত হব আর নিজ সম্পদ ও সন্তানসন্ততির কাছে ফিরে আসব তখন তোমার ঋণ পরিশোধ করব; অর্থাৎ সেও বলে দেয় যে, আমি তোমার পাওনা ফেরত দিব না। হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, উক্ত বিষয়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ○ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ○ كَلَّا ۖ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ○ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ○ (مريم:78تا81)

অর্থাৎ, তুমি কি সেই ব্যক্তির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা কর নি, যে আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, আমাকে অবশ্যই অনেক ধনসম্পদ এবং অনেক সন্তান-সন্ততি দান করা হবে। সে কি অদৃশ্য বিষয়াদি উদঘাটন করেছে, নাকি রহমান খোদার কাছ থেকে সে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে? এমনটি কখনো হবে না! আমরা তার সেই কথা সংরক্ষণ করে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করে দিব। আর সে যা কিছু নিয়ে দম্ভ করছে, আমরা তার উত্তরাধিকারী হয়ে যাবো আর সে আমাদের কাছে একাই আসবে। (সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৭৮-৮১)

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২২)

হযরত খাব্বাব (রা.) পেশায় কামার ছিলেন এবং তরবারি বানাতেন। মহানবী (সা.) তাকে অনেক ভালোবাসতেন এবং কখনো কখনো তার সাথে সাক্ষাৎ করতেও যেতেন। তার মনিব যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) খাব্বাবের কাছে আসেন, তখন সে উত্তপ্ত লোহা খাব্বাব (রা.)-এর মাথায় রেখে তাঁকে শাস্তি দিতে থাকে। তিনি লোহার কাজ করতেন, লোহা চুল্লীতে গরম করে তার মাথার ওপর রাখা আরম্ভ করে। হযরত খাব্বাব (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! খাব্বাবকে সাহায্য কর। অর্থাৎ মহানবী (সা.) দোয়া করেন। অতএব, একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, এর ফলে যা হয় তা হলো, তার মনিব উম্মে আনমারের মাথায় এমন কোন রোগ হয় যার ফলে সে কুকুরের মতো আওয়াজ করত। তাকে বলা হয়, তুমি দাগ লাগিয়ে নাও, অর্থাৎ তোমার মাথায় গরম লোহার সেঁক লাগিয়ে নাও। অতএব হযরত খাব্বাব (রা.) তার মাথায় গরম লোহার সেঁক দিতেন। সে হযরত খাব্বাব (রা.)-কে দিয়ে নিজের মাথায় সেঁক নিতে বাধ্য হয়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

আবু লায়লা কিন্দি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এলে হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, কাছে এস, কেননা হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) ব্যতীত এ বৈঠকে বসার ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে অধিক যোগ্য আর কেউ নেই। হযরত খাব্বাব (রা.) তার পিঠের সেসব দাগ দেখাতে আরম্ভ করেন যা মুশরেকদের নির্যাতনের ফলে তার পিঠে পড়েছিল। এটি তাবাকাতুল কুবরার রেওয়ায়েত। (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২২)

পিঠের ক্ষত দেখানো সম্পর্কে অপর এক স্থানে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ এভাবে রয়েছে- শা'বির পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে এলে তিনি হযরত খাব্বাব (রা.)-কে তাঁর বৈঠকখানায় বসান এবং বলেন, পৃথিবীর বুকে কোন ব্যক্তি এই বৈঠকে এর চেয়ে বেশি অধিকার রাখে না কেবল এক ব্যক্তি ব্যতীত। তখন হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই ব্যক্তি কে? উত্তরে হযরত উমর (রা.) বলেন, তিনি হলেন, বেলাল (রা.)। একথা শুনে হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত উমর (রা.) কে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি আমার চেয়ে বেশি যোগ্য নন। কেননা বেলাল (রা.) যখন মুশরেকদের হাতে ছিলেন তখন কেউ না কেউ তার সাহায্যকারী ছিল যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করতেন। কিন্তু আমাকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, একদিন আমার অবস্থা এমন হয় যে, লোকজন আমাকে ধরে আমার জন্য আগুন জ্বালিয়ে আমাকে তাতে নিক্ষেপ করে। জ্বলন্ত কয়লায় আমাকে ফেলে এক ব্যক্তি আমার বুকে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন আমার কোমরই আমাকে উত্তপ্ত কয়লা থেকে রক্ষা করেছিল অথবা বলেছেন, আমার পিঠই তপ্ত মাটিকে ঠান্ডা করেছে। এরপর তিনি তার পিঠ থেকে নিজের কাপড় সরিয়ে দেখান, তা শ্বেতির মতো শুভ্র ছিল।

(তাবাবাকাত ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৩)

অর্থাৎ উত্তপ্ত কয়লার ওপর শোয়ানোর পর সেই উত্তপ্ত কয়লা ঠান্ডা করার মতো কোন কিছু ছিল না, কেবল শরীরের চামড়া ও চর্বিই ছিল যা গলে সেই কয়লাকে ঠান্ডা করছিল।

অনুরূপভাবে এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েতও রয়েছে, শা'বি বলেন, হযরত খাব্বাব (রা.) মুশরেকদের হাতে যেসব নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হতেন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার পিঠ দেখুন! হযরত উমর (রা.) পিঠ দেখে বলেন, এমন পিঠ আমি আর কারো দেখি নি। তখন হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, আগুন জ্বালানো হতো এবং তাতে আমাকে হেঁচড়ানো হতো। সেই আগুনকে আমার পিঠের চর্বি ছাড়া অন্য কিছু নির্বাপিত করত না।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

হযরত মুসলেহ্ (রা.) হযরত খাব্বাব (রা.) সম্পর্কে যা বর্ণনা করেন তা নিম্নরূপ, তিনি (রা.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনে কৃতদাসরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করেছিলেন। যেমন খাব্বাব বিনুল আরত একজন কৃতদাস ছিলেন। তিনি কর্মকার ছিলেন। তিনি একেবারে প্রাথমিক দিনগুলোতে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। মানুষ তাকে ভীষণ কষ্ট দিত। এমনকি তারই চুল্লীর কয়লা বের করে সেগুলোর উপর তাকে শুইয়ে দেওয়া হতো এবং তিনি যাতে কোমর নাড়াতে না পারেন সেজন্য বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো। তার পারিশ্রমিক যাদের প্রদেয় ছিল তারা সেই অর্থ দিতে অস্বীকার করে, কিন্তু এই অর্থনৈতিক এবং দৈহিক নিপীড়ন সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও তিনি দোদুল্যমান হন নি, বরং ঈমানের ওপর অবিচল ছিলেন। তার পিঠের সেসব দাগ তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। যেমন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি একবার তার অতীতের কষ্টের কথা উল্লেখ করলে হযরত উমর (রা.) তাকে পিঠ দেখাতে বলেন। তিনি যখন পিঠের কাপড় সরান তখন তার পিঠজুড়ে শ্বেতী রোগের দাগের ন্যায় শুভ্র দাগ দেখা গেল।

(আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৭৩)

অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক স্থানে বলেন, একবার হযরত খাব্বাবের পিঠ থেকে কাপড় সরে গেলে প্রাথমিক যুগের এক নওমুসলিম কৃতদাসের সাথিরা দেখল যে, তার পিঠের চামড়া মানুষের মতো নয় বরং পশুর ন্যায়। তারা ভয় পেয়ে যায় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, এটি আপনার কী রোগ হলো?হযরত খাব্বাব (রা.) হেসে বলেন, এটি কোন রোগ নয়। এটি সেই সময়ের স্মৃতিচিহ্ন যখন আরবের লোকেরা আমাদের অর্থ াৎ নওমুসলিম কৃতদাসদের মক্কার অলিতে গলিতে শক্ত ও অমসৃণপাথরের উপর হেঁচড়াতো এবং লাগাতার এই অত্যাচার আমাদের উপর অব্যাহত থাকে যার ফলে আমার পিঠের চামড়া এরূপ হয়ে গেছে।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ১৯৩)

প্রাথমিক যুগের এসব মুসলমান, যারা গরীবও ছিলেন আবার যাদের অধিকাংশ কৃতদাস ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে এসব অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে যার বিবরণ আমরা এখনই হযরত খাব্বাব (রা.)-এর বরাতে শুনলাম। তাদেরকে কখনো আগুনের উপর শুইয়ে দেওয়া হতো আবার কখনো পাথরের ওপর টানা-হেঁচড়া করা হতো। এটি সত্য যে, তারা এসব কষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছেন। পরবর্তীতে যখন ইসলাম উন্নতি লাভ করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কীরূপ প্রতিদানে ভূষিত করেছিলেন এবং কেমন জাগতিক মর্যাদায় তাদেরকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

হযরত উমর (রা.) তার খিলাফতকালে একবার মক্কায় আসেন। তখন শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর প্রভাবশালী নেতারা তার সাথে সাক্ষাৎ

করতে আসেন। তাদের ধারণা ছিল- হযরত উমর আমাদের পরিবার বা বংশ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন; এখন তিনি স্বয়ং যেহেতু বাদশাহ্, তাই বোধহয় আমাদের বংশের পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করবেন আর আমরা আমাদের হারানো সম্মান ফিরে পাব। তাই তারা আসে এবং তার (রা.) সাথে আলাপ জুড়ে দেয়। তারা কেবল কথা শুরু করেছিল, এমন সময় হযরত উমরের সভায় হযরত বেলাল (রা.) এসে উপস্থিত হন; স্বল্পক্ষণ পর হযরত খাব্বাব (রা.) উপস্থিত হন। এভাবে একে একে প্রাথমিকযুগে ঈমান আনয়নকারী কৃতদাসেরা আসতে থাকেন। (অর্থাৎ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যেসব কৃতদাস ঈমান এনেছিলেন- তারা সবাই একের পর এক আসতে থাকেন)। এরা সেসব মানুষ ছিলেন- যারা ঐসব নেতাদের বা তাদের বাপ-দাদাদের কৃতদাস ছিলেন। (যারা আসছিলেন, তারা সবাই এই তরুণ নেতাদের- যারা সেখানে বসে ছিল আর যারা সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ ছিল - তাদের পিতাপিতামহের কৃতদাস ছিল)। তারা যখন কৃতদাস ছিলেন, তখন তারা তাদের ক্ষমতার যুগে তাদের ওপর চরম নির্যাতন করত। হযরত উমর প্রত্যেক দাসের আগমনে তাকে স্বাগত জানান। (হযরত বিলাল, হযরত খাব্বাব প্রমুখ আসছিলেন; আর প্রথম যুগে ঈমান আনয়নকারী অনেক ব্যক্তি- যারা কোন এক যুগে কৃতদাস ছিলেন, তারা আসছিলেন; আর যখনই তারা সভায় প্রবেশ করতেন, হযরত উমর খুব গুরুত্বের সাথে ও ভক্তি সহকারে তাদের স্বাগত জানাতেন।) তিনি লিখেন, হযরত উমর প্রত্যেক দাসের আগমনে তাকে স্বাগত জানান এবং নেতাদেরকে বলেন, আপনারা একটু পিছিয়ে যান। (নেতারা সভায় সামনের দিকে বসে ছিল; যখন এই প্রথমদিকের ঈমান আনয়নকারীরা আসেন, তখন তিনি (রা.) মক্কার নেতাদেরকে বলেন- একটু পিছিয়ে যাও, তাদেরকে সামনে বসতে দাও।) এক পর্যায়ে সেই তরুণ নেতারা, যারা হযরত উমর (রা.)-এর সাথে দেখা করতে এসেছিল, পেছাতে পেছাতে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছে। বর্তমান যুগের মতো সে যুগে বড় বড় হলঘর ছিলনা, হয়ত ছোট একটি কক্ষ হবে। আর যেহেতু তাদের সবার সেখানে স্থান সংকুলান সম্ভব ছিল না এজন্য সেই নেতাদের পিছু হটতে হটতে জুতার উপর গিয়ে বসতে হয়। যখন মক্কার সেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা জুতার কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং তারা স্বচক্ষে দেখল যে, একের পর এক কৃতদাস আসল এবং তাদেরকে সামনে বসানোর জন্য নেতাদেরকে পিছু হটার আদেশ দেওয়া হলো; এতে তারা গভীর মর্মযাতনা পেলো।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, খোদা তা'লাও তখন এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যে, একের পর এক কয়েকজন এমন মুসলমান আসেন যারা কোন এক যুগে কাফেরদের কৃতদাস ছিলেন। যদি সেই নেতারা শুধু একবার পিছু হটতো তবে তারা উপলব্ধিই করতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে বার বার পিছু হটতে হয়েছে এজন্য তারা এটি সহ্য করতে পারে নি এবং উঠে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে বেরিয়ে তারা একে অন্যের কাছে অভিযোগ-অনুযোগ করতে থাকে যে, দেখ! আজ আমরা কতটা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়েছি। একেকজন দাসের আগমনে আমাদেরকে পিছু হটানো হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা জুতার কাছে পৌঁছে গেছি। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন যুবক বলল, এতে দোষ কার? উমরের নাকি আমাদের পিতৃপুরুষদের? তোমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে এতে হযরত উমর (রা.)-এর কোন দোষ নেই। আমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ ছিল যার শাস্তি আজ আমরা ভোগ করছি। কেননা, খোদা তা'লা যখন তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেন তখন আমাদের পিতৃপুরুষরা তাঁর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এই কৃতদাসেরা তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় সর্ব প্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করেছিলেন। তাই আজ আমরা যদি বৈঠকে লাঞ্ছিত হয়েও থাকি তাতে হযরত উমর (রা.)-এর কোন দোষ নেই, দোষ আমাদেরই। তার কথা শুনে অন্যরা বলতে থাকে, আমরা এটা মেনে নিচ্ছি যে, এটি আমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধের পরিণাম। কিন্তু এ অপমানের কলঙ্ক মোচনের কোন পথ খোলা আছে, নাকি নেই? এ বিষয়ে সবাই পরামর্শের পর বললো যে, আমরা তো এর কোন সমাধান পাচ্ছি না, চলো হযরত উমর (রা.)-কেই জিজ্ঞেস করি যে, এর প্রতিকার কী? অতএব তারা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে বলল, আমাদের সাথে আজকে যা ঘটেছে তা আপনিও ভালো করে জানেন এবং আমরাও ভালোভাবে জানি। হযরত উমর (রা.) বলেন, ক্ষমা করো; আমি অপারগ ছিলাম, কেননা, এরা সেসব লোক যারা মহানবী (সা.)-এর বৈঠকেও সম্মানিত ছিলেন, হতে পারে একসময় এরা তোমাদের কৃতদাস ছিল; কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সভায় এরা সম্মানিত ছিলেন। তাই, তাদেরকে সম্মান করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল। তারা বলল, আমরা জানি; এটা আমাদেরই অপরাধের ফল। কিন্তু এ লাঞ্ছনার দাগ দূর করারও কি কোন উপায় আছে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ যুগে আমাদের জন্য এটা অনুমান করাও কঠিন যে, এসব লোক যারা মক্কার নেতা ছিল, মক্কায় তাদের কী পরিমাণ দাপট বা প্রভাব ছিল। কিন্তু হযরত উমর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর মক্কাতেই বড় হয়েছিলেন। তাই তাদের পারিবারিক বা বংশীয় অবস্থা খুব ভালো করে জানতেন। অর্থাৎ হযরত উমর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর মক্কাতেই বড় হয়েছিলেন তাই তিনি জানতেন এসব যুবকের পিতা-পিতামহরা কত সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাদের সামনে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস কারো ছিল না। তিনি জানতেন যে, তারা কত প্রতাপ ও দাপটের অধিকারী ছিলেন। তারা যখন এ কথা বললো, তখন হযরত উমরের সামনে একে একে সমস্ত ঘটনা ভেসে উঠে আর তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি আবেগের আতিশয্যে কথাও বলতে পারেন নি; তিনি শুধুমাত্র হাত উঠিয়ে উত্তরের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করেন, যার অর্থ ছিল উত্তরে অর্থাৎ সিরিয়াতে কিছু ইসলামী যুদ্ধ চলছে, তোমরা যদি এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর তাহলে হয়ত এর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। তারা উঠে এবং কালক্ষেপণ না করে এই নবাবযাদারা সেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রওয়ানা হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, ইতিহাস বলে যে, তাদের মধ্যে একজনও জীবিত ফিরে আসে নি, সবাই সেখানেই শহীদ হয়ে যায় এবং এভাবে তারা নিজেদের বংশের ওপর থেকে লাঞ্ছনার কালিমা মোচন করে।

মোটকথা, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যারা শুরুতে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার সম্মান তারা লাভ করেছেন আর পরবর্তীতে যারা এসেছে তারা যদি এই কলঙ্কের দাগ মোচন করতে চায় তাহলে ত্যাগের মাধ্যমেই সম্ভব। হযরত খাব্বাব (রা.) এবং হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা.) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন এই দু'জনই হযরত কুলসুম বিন হিদামের ঘরে অবস্থান করেন আর হযরত কুলসুমের মৃত্যু পর্যন্ত তারা তার ঘরেই অবস্থান করেছিলেন। বদরের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর রওয়ানা হবার কিছু দিন পূর্বে হযরত কুলসুমের মৃত্যু হয়েছিল। অতঃপর তিনি হযরত সা'দ বিন উবাদার কাছে চলে যান। এরপর পঞ্চম হিজরীতে বনু কুরায়যা বিজিত হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৩)

মহানবী (সা.) হযরত খাব্বাব এবং হযরত খিরাশ বিন সিম্মার মুক্ত কৃতদাস হযরত তামী ম এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (সা.) হযরত জাবের বিন আতীক (রা.)-এর সাথে হযরত খাব্বাবের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার এর মতে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতটি অধিক নির্ভরযোগ্য।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১)

হযরত খাব্বাব (রা.) বদর, উহুদ এবং পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৩)

আবু খালেদ বর্ণনা করেন যে, একদিন আমরা মসজিদে বসেছিলাম, এমন সময় হযরত খাব্বাব (রা.) এসে নীরবে সেখানে বসে পড়েন। লোকজন তাকে বলে, আপনার বন্ধুরা আপনার সকাশে সমবেত হয়েছে যেন আপনি কিছু বলেন বা তাদেরকে কোন নির্দেশ প্রদান করেন। এতে হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, আমি তাদেরকে কোন্ বিষয়ে নির্দেশ দিব, এমন যেন না হয় যে, আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করব যা আমি নিজেই পালন করি না।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৯)

এটি ছিল তাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং তাকওয়ার মান।

আব্দুল্লাহ্ বিন খাব্বাব তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) একবার অনেক দীর্ঘ নামায পড়িয়েছেন। লোকেরা বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.) আপনি এমন দীর্ঘ নামায পড়িয়েছেন যা এর পূর্বে কখনোই পড়ান নি। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ এটি খোদার প্রতি আকর্ষণ ও ভয়-ভীতির নামায। আমি এতে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তিনটি জিনিস ভিক্ষা চেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দু'টি জিনিস প্রদান করেছেন আর একটি স্থগিত রেখেছেন। আমি আল্লাহ্র কাছে চেয়েছি, তিনি যেন

আমার উম্মতকে দুর্ভীক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন যা আল্লাহ্ তা'লা দেন । আমি আল্লাহ্‌র কাছে যাচনা করেছি যে, আমার উম্মতের ওপর যেন তাদের বিজাতীয় কোন শত্রু চাপিয়ে দেওয়া না হয় যা আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। উম্মত হিসেবে আজও এই উম্মত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যদি কখনো চেপে বসে তাহলে এরজন্য মুসলমান রাষ্ট্রগুলোই দায়ী। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় উম্মত হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছি যে, আমার উম্মত যেন পরস্পর বিবাদে লিপ্ত না হয়। এটি আল্লাহ তা'লা আমাকে দেন নি। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল ফিতন, হাদীস-২১৭৫)

আর এর ফলে, বর্তমানে দলাদলি ও কুফরের ফতোয়াবাজির মতো কর্মকাণ্ড চলছে।

তারেক থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের একটি দল হযরত খাব্বাব (রা.) এর শুশ্রূষায় যান। তারা বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্! তুমি আনন্দিত হও, তুমি তোমার ভাইদের কাছে হওযে কাওসারে মিলিত হতে যাচ্ছ। হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, তোমরা আমার কাছে সেই সকল ভাইদের উল্লেখ করছ যারা অতীত হয়ে গেছেন আর তারা তাদের প্রতিদানের কিছুই ভোগ করতে পারেন নি। আর আমরা তাদের মৃত্যুর পর জীবিত আছি। এমনকি জাগতিক সেসব জিনিস আমাদের হস্তগত হয়েছে যা সম্পর্কে আশঙ্কা হয় যে, এসব হয়ত আমাদের অতীত পুণ্যের প্রতিদান , অর্থাৎ হয়ত প্রাপ্য প্রতিদান এই পৃথিবীতেই পেয়ে গেছি। হযরত খাব্বাব (রা.) দীর্ঘদিন যাবৎ গুরুতর অসুস্থ ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৯)

হারেসা বিন মুযাররিব থেকে বর্ণিত, আমি হযরত খাব্বাব (রা.)-এর নিকট তার শুশ্রূষায় উপস্থিত হলাম। তার শরীরের সাত স্থানে চিকিৎসার উদ্দ্যেশ্যে দাগ দেওয়া হয়েছিল। আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমি যদি মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে না শুনতাম যে, মৃত্যু কামনা করা কারো জন্য বৈধ নয়, তাহলে আমি নিজের মৃত্যু কামনা করতাম। অর্থাৎ তিনি এতটাই কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তার কাফনের কাপড় আনা হয় যা কাবাতী কাপড়ের তৈরী ছিল বা মিসরের তৈরী পাতলা কাপড়ের ছিল। সেটা দেখে তিনি কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-এর মৃতদেহ একটি চাদরে দাফন করা হয়, তা দিয়ে তার মাথা ঢাকতে গেলে পা বেরিয়ে পড়ত আর পা ঢাকতে গেলে মাথা বেরিয়ে পড়ত। শেষ পর্যন্ত তার পায়ের ওপর ইযখার ঘাস দেওয়া হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় আমার এমন অবস্থা ছিল যে, আমি এক দিনার বা এক দিরহামেরও মালিক ছিলাম না অর্থাৎ আমার কাছে এক কানাকড়িও ছিল না। আর এখন আমার অবস্থা দেখ। তিনি বলেন, এখন আমার বাড়ির এক কোণে যে সিন্দুক রাখা আছে সেখানে পুরো চল্লিশ হাজার দিরহাম রয়েছে। আমার ভয় হয়, আমাদের প্রতিদান এই পৃথিবীতেই দিয়ে দেওয়া হয় নি তো? (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৩)

হযরত খাব্বাব বর্ণনা করেন যে, আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে হিজরত করেছি। আমরা আল্লাহ্ তা'লারই সন্তুষ্টি যাচনা করতাম আর আমাদের পুরস্কৃত করার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজ হাতে নিয়ে নেন। আমাদের মাঝে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন আর তাদের প্রতিদানের কিছুই তারা এই পৃথিবীতে ভোগ করেন নি। তাদের মাঝে হযরত মুসআব বিন উমায়েরও অন্তর্ভু ক্ত ছিলেন। আর আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছেন যাদের ফল পরিপক্ক হয়ে গেছে আর তারা তা সংগ্রহ করছেন। হযরত মুসআব উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন আর তার জন্য আমরা কেবলমাত্র একটি কাফনের কাপড় যোগাড় করতে পেরেছিলাম। আমরা যখন এর দ্বারা তার মাথা ঢাকতে যেতাম তার পা বেরিয়ে পড়ত আর যখন পা ঢাকতে যেতাম তখন মাথা বেরিয়ে পড়ত। এটি দেখে মহানবী (সা.) বলেন, আমরা যেন তার মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিই আর পায়ের ওপর যেন ইযখার ঘাস দিয়ে দিই। (সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১২৭৬)

হযরত যায়েদ বিন ওয়াহাব বর্ণনা করেন, আমরা সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ শেষে হযরত আলীর সাথে ফিরছিলাম। তিনি যখন কুফার দারপ্রান্তে পৌঁছেন তখন আমাদের ডান পাশে সাতটি কবর দেখতে পান। হযরত আলী জিজ্ঞেস করেন, এ কবরগুলো কার? লোকজন বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি সীফ্‌ফীনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর খাব্বাব (রা.) ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ওসীয়্যত করেছেন, তাকে যেন কুফার বাইরে দাফন করা হয়। সেখানকার মানুষের রীতি ছিল, তারা নিজেদের (নিকটাত্মীয়) মৃত ব্যক্তিদেরকে নিজেদের উঠানে বা ঘরের দরজার সাথে দাফন করত। কিন্তু যখন তারা হযরত খাব্বাব (রা.)-কে দেখলেন যে, তিনি বাইরে দাফন করার ব্যপারে ওসীয়্যত করে গেছেন তখন অন্যরাও বাইরে দাফন করতে লাগল। হযরত আলী বলেন, আল্লাহ্ খাব্বাব এর প্রতি কৃপা করুন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আনুগত্য করে হিজরত করেছেন এবং একজন মুজাহিদ হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আর দৈহিকভাবেও তাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তার প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। অর্থাৎ, তার শারীরিক রোগ-ব্যাধি দীর্ঘ দিন ছিল। হযরত আলী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তার প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। হযরত আলী কবরগুলোর নিকটে যান এবং বলেন, হে কবরের অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,তোমরা মু 'মিন ও মুসলমান। তোমরা অগ্রে গিয়ে আমাদের জন্য উপকরণ সৃষ্টিকারী আর আমরা তোমাদের পশ্চাতে এসে তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা কর এবং নিজ কৃপায় আমাদের ও তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর। সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে পরকালকে স্বরণ করে এবং হিসাবকে সামনে রেখে পুণ্যকর্ম করে আর তার নিজের ন্যূনতাম চাহিদা পূরণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাতেই সন্তুষ্ট থাকে আর মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট রাখে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৯)

হযরত আলী (রা.) সেখানে এই দোয়া করেন। হযরত খাব্বাব (রা.)-এর মৃত্যু ৩৭ হিজরী সনে ৭৩ বছর বয়সে হয়েছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৪)

*****❖*****❖*****❖*****

১১ পাতার পর

যুবক যুবতীদেরকে মহিলারাই নিয়ন্ত্রণ করবে, পুরুষরা করবে না। এই কারণে আঁ হযরত (সা.) তরবীয়তের দায়িত্বটি মহিলাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন মায়েদের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে, একথা তিনি তরবীয়তের কারণেই বলেছেন। মায়েদের পায়ের নীচে যে জান্নাত রয়েছে তা সন্তানের তরবীয়তের কারণেই। আর তা শুধু মেয়েদের তরবীয়তের কারণে নয়, ছেলেদের তরবীয়তের কারণেও।

হুযুর বলেন: সদর লাজনা এবং সেক্রেটারী তরবীয়তের কাজ হল, একসঙ্গে বসে দেখা যে, সমস্যা কি রয়েছে এবং তার সমাধান কি উপায়ে হবে। আপনারা যদি নিজেদের বাড়িতে ছেলেমেয়ে এবং পুরুষদেরকে এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেন, তবে তরবীয়তের একটি বড় অংশের সমাধান নিজেদের ঘরে বসেই করতে পারেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) নাসেরাত সেক্রেটারীকে নাসেরাতদের সংখ্যা জানতে চান। সেক্রেটারী সাহেবা উত্তর দেন যে, মোট নাসেরাতের সংখ্যা হল ৩৪ জন। হুযুর দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন, এদের জন্য ওয়াকফে নও-এর পাঠক্রমই যথেষ্ট। এখন ২১ বছর পর্যন্ত বয়সের জন্য পাঠক্রম তৈরী হয়েছে। সেই সব কিছু যদি লাজনাদেরকে পড়ানো হয় তবে সকলের জন্য যথেষ্ট।

হুযুর বলেন: বাচ্চাদের আগ্রহের বিষয় তৈরী করুন। প্রতিবেশী দেশগুলির দুষ্টান্ত দেখুন। সেখান থেকে লাজনা এবং নাসেরাতদের দল আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে লন্ডনে যায়। আপনারাও লন্ডন যাওয়ার প্রোগ্রাম তৈরী করুন। লাজনা এবং নাসেরাতদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। এর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন এবং মায়েদের সঙ্গে মিটিং করুন।

হুযুর বলেন: কথা বলার সময় সব সময় নম্রতা বজায় রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, নম্রতার সঙ্গে কথা বল।

এরপর খিদমতে খালকের সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার বলেন: বয়স্ক মহিলাদেরকে ভাষা শেখান এবং তাদেরকে বৃদ্ধা মহিলাদের কাছে নিয়ে যান। তাদের খোঁজ খবর নিন। এইভাবে তাদের কথা বার্তা শুনেও ভাষা শিখতে পারবে। হুযুর বলেন: আমি আপনাদেরকে যে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিচ্ছি এতে যেন শিথিলতা না হয়। শিক্ষিত যুবতীদেরকে নিজেদের দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। এবং এখানকার স্থানীয় ভাষায় দক্ষ সদস্যাদেরকে এই কাজে নিয়োজিত করুন।

সেক্রেটারী ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিভাগকে হুযুর আনোয়ার বলেন: লাজনাদেরকে জাগিয়ে তুলুন। খেলাধুলার জন্য একটি জায়গা নিন, লাজনাদের হলঘর থাকলে সেখানে তাদের জন্য টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেক সেক্রেটারীর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, তাদের কিছু কর্তব্য রয়েছে। তাদের একটি যথারীতি কর্মসূচি থাকা দরকার। এরপর হুযুর যিয়াফত সেক্রেটারীকে উক্ত বিভাগের কাজকর্ম প্রসঙ্গে জানতে চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.)- এর ইউরোপ সফর, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ২০১৯

৭ ই অক্টোবর, ২০১৯

ওয়াকফাতে নওদের সঙ্গে ক্লাস

কুরআন করীমে তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ইশনা আইল তিলাওয়াত করেন এবং উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন সালেহা ইউসুফ এবং ফ্রেঞ্চ অনুবাদ উপস্থাপন করেন ঈমান হাদবী।

এরপর সওবিয়া হিফাযত আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসের আরবী বাক্য উপস্থাপন করেন এবং উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন আনিলা আনাস। হাদীসের অনুবাদ নিম্নরূপ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে আঁ হযরত (সা.) মেম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করার সময় এই আয়াত পাঠ করেন। আকাশসমূহ জড়িয়ে আছে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র, সেই সমস্ত অংশীদার থেকে অনেক উর্দ্ধে যাদেরকে মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। হুযুর (সা.) বলেছেন-আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি অসীম শক্তির অধিকারী এবং ক্ষতি নিরুপণকারী। একমাত্র আমারই মহত্ব ঘোষিত হয়। আমি বাদশাহ, উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্ তা'লা এভাবে নিজ সত্তার সম্মান ও পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকেন। আঁ হযরত (সা.) এই কথাগুলিকে বার বার বেশ উদ্দীপনা সহকারে পাঠ করতেন। এমনকি মেম্বর কেঁপে ওঠে, আর আমরা ধারণা করেছিলাম তিনি মেম্বার থেকে পড়ে না যান।

এরপর মুনীরা নাসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন-

"তর্কাতীত ভাবে একথা স্বীকারযোগ্য যে সেই পরিপূর্ণ ও সত্যিকার খোদা যাঁর উপর ঈমান আনা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক, তিনি হলেন, রব্বুল আলামীন। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের প্রভু প্রতিপালক। তাঁর প্রতিপালন গুণটি কোনও একটি বিশেষ জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। কিম্বা কোনও বিশেষ যুগ বা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। বরং তিনি সকল জাতির, সকল স্থান এবং সকল যুগের প্রভু প্রতিপালক। তিনি সমস্ত দেশের প্রভু প্রতিপালক, তাঁর থেকে সমস্ত কল্যাণের ধারা সূচিত হয়েছে। সকল প্রকার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির তিনিই উৎস। তাঁর থেকেই সৃষ্টিকুলের প্রতিপালন হয়। তিনিই প্রত্যেক সত্তার অবলম্বন।"

এরপর রাগিবা যহুর এবং আদিবা আলিম ও নাইলা আকরাম হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ১৯২৪ সালের ফ্রান্স সফর সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর একটি পুস্তকে মসীহ্র অবতরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, কতিপয় হাদীসে যে উল্লেখ পাওয়া যায় যে মসীহ আলাইহিস সালাম দামাস্কের পূর্বদিকে এক শুভ্র মিনারার উপর অবতরণ করবেন, এর প্রকৃত অর্থ এই যে দামাস্কের পূর্বে অবস্থিত কোনও এক দেশে সুদৃঢ় এবং ত্রুটিমুক্ত যুক্তিপ্রমাণ নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। কিন্তু এও সম্ভব এর কোনও বাহ্যিক অর্থও এভাবে পূর্ণতা পাবে যে আমি কখনও দৈবক্রমে যাওয়ার সুযোগ পেলাম বা আমার খলীফাদের মধ্য থেকে কেউ দামাস্ক সফর করলেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত আকদস (আ.)-এর প্রসঙ্গ ক্রমে করা এই ব্যাখ্যাকেও হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর মাধ্যমে পূর্ণ করলেন। তিনি (রা.) সিরিয়া এবং এবং অন্যান্য দেশ হয়ে ফ্রান্সে এসেছিলেন।

জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ফ্রান্সে ইসলামের প্রচারের তৎপরতা আরম্ভ হয় ১৯২৪ সালে, যখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কয়েকজন খুদ্দামকে সঙ্গে করে উইম্বলে সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং মসজিদ ফযল লন্ডনের গোড়া পত্তন করার পর ২৬ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থান করেন।

হুযুর (রা.) -এর সঙ্গে ছিলেন সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.), হযরত হাফিয রোশন আলি সাহেব (রা.), হযরত চৌধরী স্যার যাফরুল্লাহ্ খান (রা.), হযরত মৌলবী আব্দুর রহীম দরদ (রা.) এবং আরও ১৮ জন খুদ্দামও সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁর সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে এক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিকে বলেন: আমি এই উদ্দেশ্যে ইউরোপ সফরে এসেছি যাতে এখানকার ধর্মীয় পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে সঠিক অনুমান করতে পারি, যার দ্বারা আমি এই সব দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য স্থায়ী নীতি প্রনয়ণ করতে সহায়তা লাভ করতে পারি। আর আমার উদ্দেশ্য হল এই যে যেহেতু আমি পৃথিবীতে সন্ধির পতাকা উড্ডীন রাখতে চাই, তাই আমি দেখছি যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে এমন বিষয় কি কি রয়েছে?

তবলীগি তৎপরতা ছাড়াও তিনি প্যারিসে নির্মীয়মান মসজিদ পরিদর্শনও করেন, যেখানে তিনি নামায পড়ান এবং মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে জামাতের সদস্যদের নিয়ে দীর্ঘ দোয়া করেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি এখানে এসে দোয়া করেন এবং বলেন-

" আমি এই দোয়াই করেছি যে, হে আল্লাহ! এই মসজিদটি যেন আমরা পাই আর এটিকে যেন আমরা তোমার ধর্মের প্রচারের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক লাভ করি।"

(আল ফযল, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৪)

আশার যে বীজ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) প্যারিসে বপন করেছিলেন, তা কেবল আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিস্তার লাভ করছে। আলহামদোলিল্লাহ।

এরপর খাওলা আহাদ এবং বুশরা লতিফ প্যারিসের কেটাকোম্বাস অর্থাৎ প্যারিসের কঙ্কাল ঘর নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন রাখেন।

কেটাকম্ব গ্রীক শব্দ 'কাতা' থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ নীচে। আর ল্যাটিন শব্দ কোম্বায়ে-র অর্থ শূন্যস্থান। কেটাকম্ব বলতে ভূগর্ভস্থ এমন এক শূন্যস্থানকে বোঝায় যা কঙ্কাল সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হত।

কেটাকম্বের সূচনা হয় ২য় শতাব্দীর প্রারম্ভে, যা রোমে অবস্থিত, যেখানে নির্যাতিত ও নিপীড়িত খৃস্টানরা লুকিয়ে ইবাদত করত এবং নিজেদের মরদেহকে সেখানেই সমাধিস্ত করত। এই খৃষ্টানদের উল্লেখ কুরআন মজীদের সূরা কাহাফ-এর ১০ নং আয়াতে গুহাবাসী নামে করা হয়েছে। তবে প্যারিসের এই সংগ্রহালয়ের সঙ্গে ধর্মীয় ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক নেই। এই নামটি রোমের কঙ্কাল সংগ্রহালয়ের প্রেক্ষিতে ১৭৮৬ সালে দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত, সাড়ে চার কোটি বছর পূর্বে প্যারিস এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল জলমগ্ন ছিল, যার কারণে সেখানে চুনাপাথরের ভাণ্ডার তৈরী হয়। আর যখন সমুদ্রের জল অপসারিত হল, তখন মানুষ এই সব গুহাগুলিতে বসবাস করতে আরম্ভ করল। এরপর মানুষ ই সব গুহা থেকে বেরিয়ে এসে এখানে শহর গড়ে তুলতে আরম্ভ করে।

নির্মাণকার্যের যুগে প্যারিসের মানুষ এই সব গুহা থেকে চুনাপাথর বের করে আনে যেগুলি বিল্ডিং নির্মাণ এবং দুর্গ নির্মানের কাজে আসতে লাগল। ফ্রান্সের গির্জাঘর এবং প্রসিদ্ধ জাদুঘর 'লভির' এর অনন্য দৃষ্টান্ত। কালক্রমে প্যারিস একটি শহরে পরিণত হল, সেখানে মানুষ বসবাস করতে আরম্ভ করল। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মৃতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল আর কবরস্তানে জায়গা সংকট দেখা দিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সে দীর্ঘ বর্ষাকাল দেখা দিল যার ফলে প্যারিসের কবরস্তান জলমগ্ন হয়ে পড়ল। আর মৃতদের কঙ্কালগুলি শহরে ইতস্তত ভেসে বেড়াতে শুরু করল যা অবশেষে এক মহামারির জন্ম দিল। কাজেই তৎকালীন সরকার বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে সমস্ত কঙ্কাল একত্রিত করে এই সব সংগ্রহালয়ে সমাধিস্ত করারা নির্দেশ দেয়। এইভাবে ১৭৮৬ সালে কবরের সংগ্রহালয় তৈরীর প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। অর্থাৎ প্যারিসের সমস্ত কবরস্তান থেকে কঙ্কাল বের করে এনে এই সংগ্রহালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই সংগ্রহালয়টিকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার হয়। স্থানীয় গাইডরা মানুষদেরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কঙ্কালের স্তুপ দেখায়। এই সংগ্রহালয়টি ২০০ কিমি দীর্ঘ, কিন্তু এর মাত্র ২ কিমি অংশ পর্যটকদের জন্য খোলা হয়েছে। আপনাকে ১৩১ টি সিড়ি বেয়ে সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করতে হবে, যেখানে চারিদিকে শুধু কঙ্কাল সাজিয়ে রাখা আছে। এর দেওয়ালগুলি অস্থি দ্বারা নির্মিত। এখানকার তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি। এখানে প্রায় ৬০ লক্ষ্য প্যারিস নাগরিকদের কঙ্কাল রয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে ১১২টি সিঁড়ি উঠতে হয়। এখানে জীবনের সব থেকে বড় সত্যের বিষয়ে ফরাসি ভাষায় একটি পঙক্তি লেখা রয়েছে যার অর্থ হল-

সকলে জন্ম নেয়, জীবন অতিবাহিত করে এবং অবশেষে মৃত্যু বরণ করে নিজেদের ভাগ্য না জেনেই। যেভাবে সমুদ্রের ঢেউকে পানি ভাসিয়ে নিয়ে চলে, পাতাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে চলে, অবশেষে একরাতে মানুষের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে যায়!

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

৪ঠা মে, ২০১৬

আজ হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশ ডেনমার্ক এবং সুইডেন সফরে রওনা হন।

২০০৫ সালে জার্মানীর সফর পূর্ণ করার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০০৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর প্রথম ডেনমার্ক সফরে আসেন।

২০১১ সালে হুযুর আনোয়ার জার্মানী সফরে হ্যামবার্গে অবস্থানকালে ৯ই অক্টোবর কেবল একদিনের জন্য ডেনমার্কের দক্ষিণে অবস্থিত নাকসোভ শহরে পদার্পণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও এখানে বসবাসকারী আলবেনিয়ান এবং কোসোভো শহরের আহমদী সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে ডেনমার্কের এই সফরের একটি বিশেষত্ব হল কোপেনহেগানের 'নুসরাত জাহাঁ মসজিদ', একটি নতুন মিশন হাউস , অফিস ভবন, প্রশস্ত হলঘর, লাইব্রেরী এব যে গেস্ট হাউস তৈরী হয়েছে এই সফরে সেগুলির উদ্বোধন হবে।

ডেনমার্কের এই আশিসমন্ডিত সফর আরম্ভ হয় ২০১৬ সালের ৪ঠা মে। দুপুর সাড়ে বারোটায় হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজের বিশ্রামকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। হুযুরকে বিদায় জানাতে জামাতের সদস্যবৃন্দ ফযল মসজিদ প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়েছিলেন। হুযুর দোয়া করানোর পর হাত তুলে সকলকে 'আসসালামো আলাইকুম বলে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এয়ারপোর্টে আসার পূর্বেই মালপত্র বুকিং, বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ এবং ইমিগ্রেশনের কাজ বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বেলা একটা দশ মিনিটে হুযুর আনোয়ার এয়ারপোর্টে পৌঁছান। প্রোটোকল অফিসার হুযুর আনোয়ার (আই.)কে স্বাগত জানায় এরপর হুযুর আনোয়ার বিশেষ লাউঞ্জে আসেন।

যুক্তরাজ্যের আমীর রফিক হায়াত সাহেব, মাননীয় ইখলাক আহমদ সাহেব (ওকালত তবশীর, লন্ডন) সাহেবযাদা মির্যা ওয়াকাস আহমদ সাহেব, (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্য) এবং মাননীয় সৈয়্যদ মহম্মদ আহমদ নাসের সাহেব (বিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত নায়েব অফিসার) এয়ারপোর্টে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে বিদায় জানানোর জন্য সঙ্গে এসেছিলেন।

দুপুর ২টা দশ মিনিটে হুযুর আনোয়ার বিমানে ওঠার জন্য লাউঞ্জ থেকে বের হন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর গাড়ি একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে বিমানের কাছে নিয়ে আসা হয় এবং প্রোটোকল অফিসার হুযুর আনোয়ার (আই.) কে বিমানে বসানোর পর ফিরে যান।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর 818 BA দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে ডেনমার্কের কোপেনহেগান এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

১ ঘন্টা ৫০ মিনিটের যাত্রার পর ডেনমার্কের স্থানীয় সময় অনুসারে ৫টা ২৫ মিনিটে বিমান কোপেনহেগনে অবতরণ করে। এই নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) তৃতীয় বার ডেনমার্কের মাটিতে পদার্পণ করেন।

ডেনমার্কের সময় ব্রিটেনের সময় থেকে একঘন্টা এগিয়ে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বিমান থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই প্রোটোকল অফিসারের সঙ্গে ডেনমার্কের মুবাল্লিগ এবং সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মাননীয় মহম্মদ আকরম মাহমুদ সাহেব অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে আসেন এবং করমর্দন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর গাড়ি প্রোটোকল অনুসারে বিমানের কাছে পার্ক করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) গাড়িতে বসে কোন ইমিগ্রেশন প্রসেস ছাড়াই জামাতের কেন্দ্র নুসরাত জাহাঁ মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

৬টা পনেরো মিনিটে হুযুর আনোয়ার নুসরাত জাহাঁ মসজিদে পদার্পণ করেন। জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা হুযুরকে অভ্যর্থনা জানায়। কচিকাচাদের একটি দল আগমণী গীত পরিবেশন করে। হুযুর আনোয়ার হাত তুলে সকলের অভিবাদন স্বীকার করেন।

আজকের দিনটি ডেনমার্কের জামাতের জন্য বড়ই হর্ষ-উল্লাস ও কল্যাণের দিন। হুযুরের পবিত্র পদধুলি পড়েছে তাদের দেশে। আল্লাহ্ তা'লা এটি ডেনমার্কের জামাতের জন্য অশেষ কল্যাণের কারণ করুন।

সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) নুসরাত মসজিদে যোহর আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর তিনি নির্মীয়মাণ মিশন হাউস এবং জামাতের অন্যান্য বিল্ডিংগুলি ঘুরে দেখেন।

এই নতুন কমপ্লেক্সে মসজিদ নুসরাত জাহাঁ সংলগ্ন স্থানে লাইব্রেরী, অফিস, আটটি ওয়াশরুম, দুটি বারান্দা এবং একটি জামাতী রান্নাঘর নির্মিত হয়েছে। নীচের তলায় লাজনাদের নামাযের জন্য সেন্টার নির্মিত হয়েছে যার আয়তন হল ২১০ বর্গ মিটার। এছাড়াও লাজনাদের অফিস এবং সাউন্ড সিস্টেমের জন্য কক্ষ এবং একটি টেকনিক রুম রয়েছে। ১৯৯৯ সালে মসজিদের সামনে রাস্তার অপর প্রান্তে অবস্থিত একটি পুরোনো এবং জরাজীর্ণ ভিলা ক্রয় করা হয়েছিল। এই বিল্ডিংটি ভেঙ্গে এখানে ৩৬৩ বর্গ মিটার একটি বেসমেন্ট তৈরী করা হয়েছে। এখানে রয়েছে আটটি অফিস, ১৮০ ব.মি. একটি প্রশস্ত হলঘর এবং একটি স্টোর।

এই বেসমেন্টের উপরে ১২০ ব.মি আয়তনের একটি মুরুব্বী হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও দুটি কামরা এবং রান্নাঘরের সুবিধা রয়েছে। এইরূপে ভিলায় মোট ৭২৭ ব.মিটারের ভবন নির্মাণ হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে ১২০৯ বর্গমিটারের নতুন নির্মাণ কাজ হয়েছে। পুরো ভবনটি মোটের উপর অত্যন্ত দৃষ্টি নন্দন। পরিদর্শনের সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ সংলগ্ন অফিস এবং লাইব্রেরী ঘুরে দেখার পর নীচে লাজনা হলে আসেন। সেখানে উপস্থিত ডেনমার্কের আমীর সাহেব বলেন, হলঘরের একটি অংশ মসজিদ থেকে সামনে বেরিয়ে রয়েছে। এই কারণে হলঘরের দেওয়ালে একটি চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে যাতে এর পিছনে নামায পড়া হয়। এবিষয়ে হুযুর আনোয়ার দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন: কেবল চিহ্ন দিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়, যথারীতি একটি বাধা থাকা উচিত যা নির্দেশ দিবে যে এর পিছনেই থাকতে হবে। এরপর হুযুর আনোয়ার বিল্ডিংয়ের বাইরের দিকও ঘুরে দেখেন এবং ডেনমার্কের আমীর সাহেবের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান। এরপর হুযুর আনোয়ার বেসমেন্টের সেই অংশের দিকে যান যেখানে আটটি অফিস ও একটি বড় হলঘর নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস পরিদর্শনের পর হুযুর হলঘরে আসেন যেখানে মহিলার তাঁর আগমণের জন্য অধীর হয়েছিল। হুযুরের দর্শনের পর কচিকাচাদের দল সমবেত স্বরে দোয়া সংবলিত একটি নযম পরিবেশন করে। হুযুর বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন। গেস্ট হাউস পরিদর্শনের পর হুযুর আনোয়ার বিশ্রাম কক্ষে ফিরে যান।

ডেনমার্কে জামাতের মিশনের গোড়াপত্তন হয় ১৯৫৮ সালে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে। সেই সময় সৈয়্যদ কামাল ইউসুফ সাহেব মুবাল্লিগ হিসেবে প্রথম সুইডেন থেকে ডেনমার্কে আসেন। সেই জামাত এতটাই আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল যে, তিনি রাস্তায় গাড়িতে লিফ্ট চেয়ে চেয়ে পুরো যাত্রা সম্পন্ন করেন। তিনি কিছু কাল ইয়ুথ হোস্টেলে ছিলেন। পরে ফ্যামিলি গেস্ট হিসেবে বিভিন্ন বাড়িতে থাকেন।

ডেনমার্কের প্রথম স্থানীয় আহমদী হলেন আব্দুস সালাম মেডিসন সাহেব। তিনি ১৯৫৮ সালে বয়াত করেন। তিনি কুরআন করীমের ডেনিশ অনুবাদ করেছেন এবং সাম্মানিক মুবাল্লিগ হিসেবে খিদমত করার তৌফিক লাভ করেছেন।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগনে স্ক্যান্ডেনেভিয়ার সর্বপ্রথম মসজিদ নুসরাত জাহাঁর গোড়াপত্তন করা হয় ১৯৬৬ সালের ৬ই মে।

সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব চৌধুরী স্যার যাফরুল্লাহ খান সাহেব, চৌধুরী আব্দুল লতীফ সাহেব, মুবাল্লিগ জার্মানী এবং যুক্তরাজ্যের মুবাল্লিগ বশীর আহমদ রফীক সাহেবের সঙ্গে কাদিয়ানের মসজিদ মোবারকের সেই ইঁট দিয়ে গোড়াপত্তন করেন যা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) পূর্বেই পাঠিয়েছিলেন।

মহিলারা এই মসজিদ নির্মাণে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এই মসজিদ সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের চাঁদাতেই নির্মিত হয়েছে। হযরত উম্মুল মোমেনীন (রা.)-এর নামে মসজিদের নাম রাখা হয় 'নুসরাত জাহাঁ মসজিদ'।

স্থপতি কৌশলের দিক থেকে এই মসজিদের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে আর সমগ্র ডেনমার্কে এই উৎকৃষ্ট মানের নমুনার সুখ্যাতি রয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) তাঁর প্রথম ডেনমার্ক সফরকালে ১৯৬৭ সালের ২১ শে জুলাই জুমার দিন এই মসজিদের উদ্বোধন করেন।

ডেনমার্কের মুবাল্লিগ ইনচার্জ মীর মসউদ আহমদ সাহেব মরহুম অত্যন্ত প্রতিকুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও এই মসজিদের জন্য জমি সন্ধান এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। এই মসজিদ নির্মাণে সামগ্রিকভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যায় হয়েছিল। এই গোটা অর্থটিই মহিলারা সদর লাজনা মারকাযিয়া হযরত সৈয়্যদা উম্মে মতীন মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবার তত্ত্বাবধানে একত্রিত করে। অধিকাংশ মহিলা তাদের নিজেদের সম্পূর্ণ গয়না চাঁদা হিসেবে দান করে দিয়েছিলেন। প্রারম্ভে নির্মাণের খরচ ধরা হয়েছিল আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু নির্মাণের সাথে সাথে নির্মাণ খরচ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অবশেষে তা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছায়। লাজনারা সমস্ত খরচ পূর্ণ করে দেয়। 'মসজিদ নুসরাত জাঁহা' ঐ সমস্ত মসজিদগুলির মধ্যে একটি যেগুলি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের চাঁদাতেই নির্মিত হয়েছে।

এরপূর্বে 'মসজিদ নুসরাত জাঁহা' একটি ছোট মিশন হাউস হিসেবে ছিল যেখানে একটি কিচেন ও ছোট একটি অফিস ছিল। বেসমেন্টে একটি স্টোর, ৩২ বর্গমিটার আয়তনের একটি হলঘর, দুটি ওয়াশরুম, দুটি ছোট কামরা যার মধ্যে একটি ছিল খুদ্দামুল আহমদীয়ার অফিস এবং অপরটি এম.টি.এর জন্য ব্যবহৃত হত। এইরূপে উপরে এবং নীচে মোট ২০১ বর্গমিটারের একটি বিল্ডিং ছিল।

বর্তমানে আল্লাহ্‌র ফযলে মসজিদ সংলগ্ন এই বিল্ডিংটি ভেঙ্গে একটি বড় অংশে ঘর তৈরী হয়েছে। অনুরূপভাবে মসজিদের সামনের রাস্তার অপর প্রান্তেও একটি সুপ্রস্ত বিল্ডিং নির্মাণ হয়েছে যেখানে দুটি হল, একাধিক অফিস রুম, লাইব্রেরী, মিশন হাউস, মুরুব্বী হাউস, গেস্ট হাউস, স্টোর, এবং একাধিক ওয়াশরুম তৈরী হয়েছে।

৫ই মে, ২০১৬

আজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী সাতটার সময় হুযুর আনোয়ার অফিসে আসেন যেখানে মসজিদের এলাকা HVIDOVRE মিউনিসিপালিটির মেয়র ADELBORG WON HELLE নিজের চারজন কাউন্সিলর Annette Sjobeck, Maria Durhuus, Keneth F.Christensen এবং কাশিফ আহমদ সাহেব হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। এদের মধ্যে শেষোক্ত কাশিফ আহমদ সাহেব আহমদী।

মেয়র সাহেব পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি এই মসজিদ অঞ্চলের মেয়র আর তাঁর সঙ্গে অন্য চারজন হলেন এই অঞ্চলের কাউন্সিলর। ডেনমার্কে আজ জাতীয় ছুটি। হুযুর আনোয়ার মেয়রকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আজকে কি উপলক্ষে ছুটি রয়েছে? মেয়র বলেন, আজকে খৃষ্টানদের ছুটি। এই দিনে ঈসা (আ.) নাকি আকাশে গিয়েছিলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, অন্য কোন দেশে তো এই দিনটিতে ছুটি থাকে না, এমনকি প্রতিবেশী দেশ সুইডেনেও আজ কোন ছুটি নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে শরণার্থী সংকটের কারণে বর্ডারে অবাধ যাতায়াত নেই এবং খুব বেশি চেকিং হচ্ছে। মেয়র বলেন: এতবেশি চেকিং হওয়ার কারণে আমরা দুঃখিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান হবে। মেয়র সাহেব বলেন, এখানে আহমদী সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। এরা মানুষকে ভালবাসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি এই কারণে যে, তারা সেই মসীহ (আ.) কে স্বীকার করেছে যিনি এই যুগে এসেছেন। যিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি ঈসা মসীহ্‌র পদাঙ্ক অনুসরণে এসেছেন। পূর্বের মসীহ যে যে কাজ করেছেন এবং যে শিক্ষা প্রদান করেছেন আমিও অনুরূপ করব আর আমার অনুসারীরাও এই কাজ করবে। অতএব আহমদীরা যেহেতু এই যুগে আগমণকারী মসীহ (আ.) কে গ্রহণ করেছে, এই কারণে তাদের শান্তিপ্রিয় হওয়া, মানুষকে ভালবাসা এবং অপরের প্রতি যত্নবান হওয়া তাদের কর্তব্য।

মেয়র বলেন: হুযুর আনোয়ার কি এই নতুন বিল্ডিংটি দেখেছেন। হুযুর বলেন: আমি কাল এখানে এসেছি। আসার কিছুক্ষণ পরে এখানকার নতুন নির্মাণ হওয়া সব কিছু দেখেছি। অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা যেখানে বসে আছি সেটিও সদ্য নির্মিত। এই জায়গাটি বেশ বড়, পূর্বে এখানে জায়গার অভাব হত।

মেয়র বলেন: এই মসজিদ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আমার ধারণা এটি, স্ক্যান্ডেনেভিয়ার প্রথম মসজিদ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, নির্মাণ কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আপনাদের এলাকার সুন্দর বিল্ডিংগুলির মধ্যে অন্যতম আর এটি তালিকভুক্ত হওয়া উচিত। হুযুর বলেন, নীচে আরও একটি বড় হলঘর নির্মিত হয়েছে। আপনারা এখানে নিজেদের অনুষ্ঠানও করতে পারেন।

মেয়র জানতে চান যে, হুযুর কোথায় থাকেন এবং কোন কোন দেশের সফর করেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে আমি লন্ডনে থাকি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে প্রয়োজন দেখা দেয় আমি সফর করি। সারা পৃথিবীতে আমাদের মিশন রয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু মিশন একেবারেই নতুন এবং কিছু অনেক পুরোনো মিশন রয়েছে। যখন নতুন মসজিদ ও সেন্টার নির্মিত হয় বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে, তখন আমি সেখানে যাই। গত বছর নভেম্বরে আমি জাপানে গিয়েছিলাম যেখানে আমাদের প্রথম মসজিদের উদ্বোধন হয়েছিল। এই ধরণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমি সফরে যাই।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে মেয়র বলেন: এই অঞ্চলে ৪১জন কাউন্সিলর রয়েছেন আর এখানকার জনসংখ্যা হল ৫৫ হাজার, যাদের মধ্যে ভোটার সংখ্যা হল ৩৫ হাজার। হুযুর বলেন, এর অর্থ হল আপনাদের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বয়স ১৮ বছরের নীচে। এই হিসেবে আপনাদের যুবকদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আপনাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের এলাকা খুবই সুন্দর। শুদ্ধ বাতাস এবং মনোরম পরিবেশ রয়েছে।

মারিয়া নামে এক মহিলা কাউন্সিলর প্রশ্ন করেন যে, ইসলামের তবলীগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনি কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন? আর আপনারা কি নির্যাতনেরও শিকার? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইসলামী দেশসমূহে, বিশেষ করে পাকিস্তানে, আমাদের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। যথারীতি আইন প্রণীত হয়েছে। আমরা সেখানে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে পারি না, মুসলমান হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করতে পারি না, মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতে পারি না। এই বিষয়ে যথারীতি আইন তৈরী হয়ে রয়েছে।

আফ্রিকান এবং দক্ষিণ আমেরিকান দেশসমূহে আমাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চ্যালেঞ্জ সর্বত্রই রয়েছে আর এটি গেমের অংশ। ফুটবল খেলার সময় সফলতা লাভের জন্য প্রচেষ্টা চলিয়ে যেতে হয় আর অপর দিক থেকে সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছর পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। আর তা সারা পৃথিবী থেকেই হচ্ছে। যারা এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয় তারা সকলেই শান্তিপ্রিয় মানুষ। যদি আপনার বার্তা উন্নত নৈতিক বিষয় সম্বলিত এবং ভালবাসার বাণী হয় তবে তা সর্বজন গৃহীত হয়। আর যদি তা ভাল না হয় তবে প্রত্যাখ্যিত হয়।

যারা উগ্রতাপ্রিয়, তাদের উগ্রতার বাণী সাময়িকভাবে হয়তো মানুষকে কিছুটা আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু দীর্ঘকাল তার সেই আকর্ষণ বজায় থাকতে পারে না। এখন যে সমস্ত যুবকরা ইউরোপ থেকে বেরিয়ে এই সমস্ত সংগঠনে যোগ দিয়েছে এবং যখন কিছু সময় পর তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, তখন তারা সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের ফিরে আসা কঠিন মনে হচ্ছে। এই চেষ্টাতেই হয় তো মারা যায় কিম্বা এই সমস্ত জিহাদী সংগঠনের অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের বাণীর প্রভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আরব দেশসমূহে সরকারি ভাবেও এবং সেখানকার উলেমাদের পক্ষ থেকেও বিরোধীতা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরব দেশসমূহে মানুষ আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

একজন কাউন্সিলর বলেন: কোন না কোন বিপদ তো আপনাদের অবশ্যই রয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি পাকিস্তানে নিজেও বন্দিদশা কাটিয়েছি। আমার উপর এই অভিযোগ আরোপিত হয়েছিল যে, আমি বাসস্টান্ডের কাছে একটি বোর্ডে লিখিত কুরআন করীমের আয়াত মুছে ফেলার চেষ্টা করেছি। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। এইভাবে বিরোধীরা কোন প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ আরোপ করে আর তার শাস্তিও হয়।

কাউন্সিলর বলেন, ইউরোপে বাস করে এমন শাস্তি ও নির্যাতন সম্পর্কে কল্পনা করাও আমার জন্য কঠিন। এখানে আমরা স্বাধীন। ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। বাক-স্বাধীনতা এবং প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে। যেভাবে খুশি কথা বলতে পারেন এবং নিজের কাজ ব্যক্ত করতে পারেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার বলেন: যদিও এখানে বাক-স্বাধীনতা রয়েছে; কিন্তু আপনি এখানে Anti-Semitic গতিবিধি প্রকাশ করতে পারেন না। ইহুদীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন না। জার্মানীতে এই

আইন রয়েছে যে, আপনি দেশের নেতৃত্বকে নিয়ে উপহাস করতে পারেন না।

সম্প্রতি তুর্কির রাষ্ট্রপতির ব্যঙ্গচিত্র তৈরী করা হয়েছিল যার প্রতিক্রিয়ায় জার্মানীর চ্যান্সেলার বলেন, এটি আইন বিরুদ্ধ। এই কারণে যে এই কাজ করেছিল তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথা ঠিক যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে, অভিব্যক্তি এবং প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে; কিন্তু এই স্বাধীনতা যদি অপরের ভাবাবেগকে আহত করে তবে সেক্ষেত্রে একটি সীমারেখা টেনে দিতে হবে। কোন উপায় বের করতে হবে। একমাত্র তবেই শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অভিব্যক্তির স্বাধীনতা প্রসঙ্গে যে কথাটি আমি বলেছি সে বিষয়ে প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ আমার সঙ্গে ঐক্যমত হবে। ক্যাথলিক পোপ বলেছিলেন, যদি কেউ আমার প্রিয় বন্ধুর মাকে গালি দেয়, তবে সে যেন আমার কিল-ঘুষি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। খৃষ্টানদের উচিত পোপের কথা মেনে চলা। পোপ মানুষের ভাবাবেগকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি খৃষ্টধর্মের শিক্ষা মেনে চলছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পশ্চিমা দেশসমূহে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, মানুষ একে অপরকে নিয়ে উপহাস করে। ব্যঙ্গচিত্র তৈরী করে উপহাস করে আর অপরদিকে মুসলিম বিশ্বে এমন 'স্বাধীনতা' রয়েছে যে, আমরা নিজেকে মুসলমান বলেও পরিচয় দিতে পারি না। ধর্মের নামে হত্যা ও তান্ডব চলছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের কাছে এটিই সময়।

ইসলামের শিক্ষা হল ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই। ধর্মের সম্পর্ক খোদার হাতে। ধর্মের বিষয়ে তিনিই সিদ্ধান্ত নিবেন। মানুষের উচিত পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানবীয় মূল্যবোধ, এর বিষয়ে যত্নবান থাকুন। ধর্মের বিষয়টি খোদার উপর ছেড়ে দিন। ধার্মিকরা যদি একে অপরকে হত্যা করে, তবে কে কোন ধর্মের উপর চলবে? তবে ধর্মের লাভ কি? একে অপরকে হত্যা করতে করতে সকলেই মারা যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা যদি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি যে, আমরা সকলে মানুষ এবং মানবীয় মূল্যবোধ বজায় রাখতে হবে এবং পরস্পরকে সম্মান করতে হবে, তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

হুযুর কবে থেকে খলীফা হয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন বিগত পনোরো বছর যাবত এই সম্মান লাভ করছি।

একটি প্রশ্নের উত্তর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি ২০০৫ সালে এখানে এসেছিলাম। সেই সময় এই বিল্ডিংটি ছিল না। এখন নতুন বিল্ডিং হয়েছে। এখানে আমাদের স্থানীয় কমিউনিটি রয়েছে। অনেক পরিবার এবং আরও অন্য সদস্যরা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করব। যেভাবে মানুষ তাদের নিকটাত্মীয় এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আনন্দিত হয়, তেমনি আমাদেরও সাক্ষাত হবে।

মেয়র এবং কাউন্সিলরের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান সাতটা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়। সাক্ষাত শেষে সকলে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ছবি তোলেন।

৬ই মে, ২০১৬ (শুক্রবার)

আজকে জুমার দিন ছিল। ডেনমার্কের মাটিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর এটি দ্বিতীয় খুতবা জুমা ছিল যা এম.টি.এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। এগারো বছর পূর্বে ২০০৫ সালের ৯ ডিসেম্বর হুযুর আনোয়ার (আই.) কোপেনহেগনের নুসরাত জাহাঁ মসজিদে জুমার খুতবা প্রদান করেছিলেন যা এম.টি.এ-তে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল।

হুযুরের পিছনে জুমার নামায পড়ার জন্য ডেনমার্ক জামাত ছাড়াও নরওয়ে, বাংলাদেশ, সুইডেন, স্পেন, জার্মানী, কানাডা, ব্রিটেন এবং বেলজিয়াম থেকে জামাতের বিপুল সংখ্যক সদস্য ডেনমার্কে এসেছিলেন।

মসজিদ ছাড়াও দুটি বড় হলঘর এবং মার্কি নামাযীতে পরিপূর্ণ ছিল। এবং সর্বমোট প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি সংখ্যক আহমদী সেখানে পৌঁছেছিল। বেলা দুটোর সময় হুযুর আনোয়ার নুসরাত জাহাঁ মসজিদে এসে খুতবা প্রদান করেন।

এই খুতবা ডেনিশ ভাষায় এখানে স্থানীয়ভাবে সরাসরি অনুদিত হয়। খুতবা তিনটে পাঁচ মিনিটে সমাপ্ত হয়। হুযুর আনোয়ার জুমার সঙ্গে আসরের নামাযও পড়ান। নামাযের পর হুযুর নিজের বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে এ বিষয়ে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতেও সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। ডেনমার্কের ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল ডি.আর ৬ই মে সন্ধ্যা নটার সংবাদে জামাত প্রসঙ্গে সংবাদ প্রচার করেছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, আজ থেকে ঠিক ৫০ বছর পূর্বে ১৯৬৬ সালের ৬ই মে ডেনমার্কের প্রথম মসজিদের গোড়াপত্তন করা হয়। এর সঙ্গে তৎকালীন যুগের ভিডিও দৃশ্য দেখানো হয় যেখানে সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুমকে গোড়াপত্তন করতে দেখা যাচ্ছে।

সংবাদে বলা হয় যে, আজকে মসজিদ নুসরাত জাহাঁয় এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। এর মধ্যে হুযুর আনোয়ারকে খুতবা প্রদান করতে দেখানো হয়েছে। এই টিভি চ্যানেলটি সারা দেশে দেখা হয় এবং এর দর্শক সংখ্যা সাড়ে ৪ লক্ষ।

ডেনমার্কের টিভি-২ চ্যানেলে মসজিদে নুসরাত জাহাঁ থেকে সরাসরি দুই মিনিটের সম্প্রচার করা হয়। এতে মসজিদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে যার উত্তরে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, এই মসজিদ পঞ্চাশ বছর থেকে এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং সমাজে শান্তি প্রসারে ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবেশী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সব সময় সকলের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে আর সহিষ্ণুতার সঙ্গে এতগুলি বছর অতিবাহিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, আজ এই প্রসঙ্গেই জামাতের খলীফা এখানে খুতবা প্রদান করেছেন। খুতবায় তিনি আমাদেরকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সমস্ত আহমদী যেন অপরের জন্য নমুনা হয়ে দেখায় এবং অপরের অধিকার প্রদান করে। সবশেষে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি মনে করেন যে, এই মসজিদ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরও প্রতিষ্ঠিত থাকবে? এর উত্তরে সাক্ষাতকারদানকারী যুবক বলেন, ইনশাআল্লাহ্ । এখানে একশ বছর পরও মসজিদ বিদ্যমান থাকবে।

এই টিভির দর্শক সংখ্যা কুড়ি লক্ষ। মসজিদ এলাকার স্থানীয় সংবাদ পত্রিকা Hvidorvr Avis -এর প্রতিনিধি জুমার সময় মসজিদে আসেন। তিনি খুতবা শুনে নোটস লেখেন। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি পঞ্চাশ হাজার সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরের সপ্তাহের সংখ্যায় ইনশাআল্লাহ্ জামাতের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হবে।

৭ই মে, ২০১৬

আজ সাড়ে ছয়টায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ডেনমার্কের লাজনাদের ন্যাশনাল আমেলার মিটিং হয়। মিটিং-এ এসে হুযুর আনোয়ার দোয়া করান এবং এরপর সদর লাজনা সাহেবা আমেলা সদস্যদের পরিচয় দেন। হুযুর আনোয়ার মজলিস এবং তাজনীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে জেনারেল সেক্রেটারী বলেন, আমাদের জামাতের সংখ্যা হল ছয়টি যাদের মধ্যে পাঁচটি থেকে নিয়মিত রিপোর্ট আসে। ডেনমার্কে লাজনাদের তাজনীদ হল ১৮০ এবং নাসেরাতের তাজনীদ হল ৩৫ এছাড়াও আরও ২৪জন বালিকা রয়েছে যারা অনুর্ধ ৭।

এরপরর হুযুর আনোয়ার তরবীয়ত সেক্রেটারীর কাছে তাদের বিভাগের কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চান। হুযুর তাঁকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন, লাজানদেরকে সর্ব প্রথম নামায এবং কুরআন করীমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। আপনি মায়েদেরকে বলে দিন, তারা বাড়িতে যেন নামায পড়ে এবং কুরআন তিলাওয়াত করে। নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়। তাদেরকে এও বলে দিন তারা যেন বাড়িতে এম.টি.এ শোনে এবং বাচ্চাদেরকে এম.টি.এর অনুষ্ঠানাদি দেখায় এবং তাদেরকে এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি জুমার খুতবাতেও বলেছিলাম যে, এম.টি.এর মাধ্যমে আমার খুতবা প্রত্যেকটি বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম, যে শুনতে চায় সে শুনতে পারে। এর অর্থ এই ছিল যে, নিদেনপক্ষে খুতবা অবশ্যই শুনুন। আর এটুকু যদি সম্ভব না হয় তবে খুতবার সারাংশ বার করে ডেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে সদস্যাদেরকে পৌঁছে দিন। হুযুর বলেন: ডেনিশ ভাষায় যদি খুতবার অনুবাদ না হয় তবে আপনাদের মুরুব্বীর কাছ তা সংগ্রহ করে লাজনা সদস্যাদেরকে পৌঁছে দিন।

হুযুর বলেন: তরবীয়ত বিভাগ যদি এম.টি.এ সেক্রেটারী এবং ইশায়াত সেক্রেটারীর সঙ্গে মিলে প্রোগ্রাম তৈরী করে এবং জরীপ করে দেখে যে, এই সপ্তাহে বা এই মাসে এম.টি.এ-তে কোন কোন অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে এবং সেগুলির মধ্যে কোনগুলি তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে, তবে সেই প্রোগ্রাম লাজনাদের সামনে রাখুন। যারা উর্দু বোঝে না, তাদেরকে ইংরেজিতে শুনিয়ে দিন। এখানকার ভাষাভাষির লাজনাদেরকে নিজেদের দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই কাজের জন্য দল গঠন করুন যাতে আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধ্বংস না হয়।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 3 Thursday, 11 June, 2020 Issue No.24

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২ পাতার পর.....

শান্তি, ভালবাসা এবং সমন্বয়ের বার্তা প্রসার করাই হল আমার উদ্দেশ্য।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আহমদীদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে যার কারণে তারা নিজেদের ঈমান এবং ধর্মের কারণে নিজেদের জীবনেরও পরোয়া করে না? এই উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার যদি বিশ্বাস থাকে যে, আপনি এই ধর্ম আল্লাহ্‌র কারণে অবলম্বন করেছেন, তবে যখনই কোন কুরবানী করেন তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এই কারণেই আহমদীরা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসে অবিচল থাকে। আমাদের বিশ্বাস, কেবল এই পৃথিবীই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। এই বিষয়টিকেই মুষ্টিমেয় নামধারী উলেমা এবং মৌলবীরা ভ্রান্তভাবে তুলে ধরে এবং বলে যদি তোমরা কাউকে হত্যা কর তবে জান্নাতে যাবে। কিন্তু আমাদের মতে এমনটি সঠিক নয়। আহমদীরা শান্তি, সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করে। অন্যদিকে অন্যান্য উগ্রবাদী সংগঠনগুলি ইসলামের শিক্ষাকে ভ্রান্তমূলকভাবে প্রচার করে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনার কাছে যদি কোন ভাল জিনিস থাকে এবং তা পৃথিবীতে দিতে চান তবে পৃথিবী সেটি গ্রহণ করবে। এই কারণে আপনারা যখন উপলব্ধি করেন যে, এটিই প্রকৃত ইসলামের বাণী এবং এভাবে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন হতে পারি, তখন মানুষ আমাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের জামাতের ভবিষ্যত কি? আপনি কি মনে করেন যে, এক সময় আসবে যখন পৃথিবীর সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ আপনাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এবিষয়ে আমার প্রত্যাশা বিরাট আর আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখি। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীতে অবশ্যই পৌছাবে। আর এটিই আমাদের উদ্দেশ্য, যাতে সমগ্র জগতবাসী উপলব্ধি করে যে, একজন সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আছেন। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আমরা এই উদ্দেশ্য অর্জন করব আর কিয়ামত পর্যন্ত এই বাণীকে পরিহার করব না।

অফিসিয়াল মিটিং এবং সাক্ষাতকারের এই অনুষ্ঠান বেলা দুটায় সমাপ্ত হয়।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সাক্ষাত

প্রোগ্রাম অনুযায়ী আসরের নামাযের পর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জামাতের সদস্যবর্গ এবং পরিবারবর্গ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আজ ২৪টি পরিবারের মোট ১২০ জন সদস্য ছাড়াও আরও ১৩ জন সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সাক্ষাতকারী অতিথিরা নিম্নোক্ত দেশসমূহ থেকে এসেছিলেন। পাকিস্তান, মাস্কাত, কানাডা, সিরালিওন, ঘানা, আমেরিক, নরওয়ে, মরিশাস, মারাকাশ, ফ্রান্স, জার্মানী, তানজেনিয়া, নাইজেরিয়া, ভারত, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্য।। এদের মধ্যে প্রত্যেকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে চিত্র গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হুযুর আনোয়ার স্কুল পড়ুয়াদেরকে কলম উপহার দেন এবং ছোট বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন।

এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানটি পৌনে নটায় সমাপ্ত হয়।

১৫ই আগস্ট, ২০১৭

আজ মানবাধিকার কমিটির চেয়ারম্যান, বাংলাডেস্কের ইনচার্জ এবং ঘানার আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

ঘানার আমীর সাহেব ঘানায় নির্মেয় ডেন্টাল হসপিটালের বিষয়ে নিজের প্রাথমিক নিরীক্ষনের রিপোর্ট পেশ করেন এছাড়াও ঘানায় দাঁতের ইমপ্ল্যানটেশনের একটি প্রকল্প ছিল। এই প্রকল্প পূর্ণ হওয়ার বিষয়েও একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই বিষয়ে হুযুর আনোয়ার তাঁকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

ঘানায় এম.টি.এ আফ্রিকার জন্য ওয়াহাব আদম স্টুডিও নির্মিত হয়েছে আর এখানে যথারীতি কর্মীদল নিযুক্ত রয়েছে। আমীর সাহেব তাদের থাকার ব্যবস্থার জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দিক-নির্দেশনা চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাতের কাছে জায়গা রয়েছে। সেই জায়গায় ফ্ল্যাট নির্মিত হোক। প্রথমে জায়গাটি নিরীক্ষণ করুন এবং সেই অনুসারে নকশা তৈরী করে আমাকে জানান। ফ্ল্যাটস তৈরীর পরিকল্পনা এরকম হওয়া উচিত যে, প্রথমে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাটস তৈরী করুন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় তলে ফ্ল্যাটস তৈরী করুন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে সমস্ত কর্মীরা অবিবাহিত তাদের জন্য তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি হোস্টেল তৈরী করুন।

মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পঞ্চাশটি মসজিদ নির্মাণের প্রকল্প তৈরী করুন। প্রথম পর্যায়ে ২০ টি মসজিদ তৈরী করুন। এগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর অবশিষ্ট মসজিদ তৈরী করুন।

প্রাথমিক স্কুল স্থাপন প্রকল্প প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমে পাঁচটি স্কুল নির্মিত হোক। দুটি করে কক্ষ বানানো হোক। পরে প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো যাবে। যে সমস্ত জামাত এবং অঞ্চলে স্কুল তৈরী হবে সেই সব জামাত এবং এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করুন। উক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা কত, কতজন শিশু রয়েছে, নিকটস্থ শহর কোনটি, এলাকায় রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন এবং কতজন শিশু স্কুলে ভর্তি হবে ইত্যাদি বিষয় জরিপ করে দেখুন। এই সমস্ত তথ্য উক্ত এলাকায় কর্তব্যরত মুয়াল্লিমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করুন। প্রথমে যথারীতি জরিপ করুন এবং এর মাধ্যমে এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখুন।

আমীর সাহেব কো-অপারেটিভ ফার্মিং-এর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা চান। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপাতত স্কুলের কাজ আরম্ভ করুন। ফার্মিং-এর কাজ পরে দেখা যাবে।

তবলীগের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে সমস্ত এলাকায় আপনি তবলীগের প্রোগ্রাম তৈরী করছেন সেখানে নিজেদের মুবাল্লিগদের প্রেরণ করুন। সেখানে কতগুলি গ্রাম রয়েছে এবং সেগুলির জনসংখ্যা কত, তাদের ধর্মীয় গতিবিধি কিরূপ এবং এখন পর্যন্ত সেই এলাকায় কিরূপ সফলতা অর্জিত হয়েছে। সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে যারা আহমদী হয়েছে তারা ঈমানের দিক থেকে কতটা মজবুত এই সব কিছু জরিপ করে রিপোর্ট প্রেরণ করুন। তারপর আমি আরও কিছু দিক-নির্দেশনা দিব।

বাগে আহমদ (জলসা গাহ)-এর জমি সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখানে ম্যানেজমেন্টের জন্য একজন দরকার যে এখানে বসে ডিউটি দিবে। এখানে যা কিছু পরিকল্পনা করুন বা ফার্মিং কিম্বা বাগান তৈরীর পরিকল্পনা করুন বা অন্য কোন কাজের পরিকল্পনা- কোন একজন না বসিয়ে রাখলে হওয়া সম্ভব নয়। হুযুর আনোয়ার বলেন: সেখানে কোন যুবককে ডিউটিতে রাখুন। এর জন্য যথারীতি কোন পরিকল্পনা তৈরী করুন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

ইমামের বাণী

দুনিয়ার ভোগবিলাসে মুগ্ধ হয়ো না কারণ, তা খোদা থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। খোদার জন্য কঠোর জীবন অবলম্বন করো।
(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.